গৃহস্থ গ্রন্থাবলী—১২

সোনার দেশ

প্রথম খণ্ড
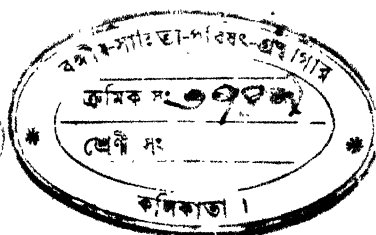
শ্রীহরিদাস পালিত

গৃহস্থ পাব্‌লিসিং হাউস.
২৪ নং মিডিল রোড ইটালী, কলিকাতা।
১৩২২

[মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

গুটি কয়েক কথা

আমার বেশী কিছু বলিবার নাই। খোকা খুকীর সঙ্গে, দেশের দু চারিটি কথা গল্পের মত করে বলিবার জন্য, এই দেশের পল্লী-দৃশ্যের মাঝ-খান দিয়ে, নগরের আড়ম্বরের কথা যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়াছি। দু চারিটি ছড়া, যাহা বলিয়াছি তাহা সৎ উপদেশের জন্যই লিখিত হইয়াছে। তার-পর, আর আর যত কথা তাহা মহাভারত, শ্রীমৎভাগবত প্রভৃতি পবিত্র ধর্ম্ম পুস্তক হইতেই একটু আকার, প্রকার, হাব ভাব বদলাইয়া, গল্পের খাতিরে বলিয়াছি। খোকা খুকীর হাতে, যদি এক মুহূর্ত্তও এই সোনার দেশ থাকিতে পায় তা'হলেই আমার পরিশ্রম সাথক হইবে।

'সোনার দেশের' মধ্যে গৃহস্থের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার মত উপদেশ দিবার চেষ্টা, করিয়াছি। নিজের দেশের অতীত রূপের সহিত পরিচয় করিয়া দিবার চেষ্টা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আছে।

'সোনার দেশের' এই খানি প্রথম খণ্ড। অপরাপর খণ্ডে, গল্পের মত করিয়া কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের মধ্য দিয়া, সংসারের সকল কথাই লিখিত হইবে। উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা এবং অতীত ও বর্ত্তমানের ঐতিহাসিক বিবরণ সহ, বিখ্যাত নর নারীর জীবনী সংক্ষেপে গল্পাকারে লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা আছে। পুস্তকের ভাষা, খণ্ডে খণ্ডে পরিবর্ত্তিত হইবে।

কুড়মুন—বর্দ্ধমান
আশ্বিন,—১৩২২।

বিনীত—
গ্রন্থকার

রাজা ও রাণী

INDIA PRESS, CALCUTTA.

উৎসর্গ পত্র
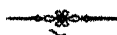
সোনার দেশের দুইখানি পাতা উল্টাইয়াই তোমরা যাঁহাদের ছবি দেখিতে পাইতেছ, তাঁহারা সোনার দেশের রাজা ও রাণী। তাঁহারা সোনার দেশ—ভারতকে বড় ভালবাসেন। সোনার দেশের নরনারীকে তাঁহারা ভালবাসেন। সোনার দেশের খোকা খুকীদিগকে আপনার ছেলে মেয়েদের মত ভালবাসেন। বর্ত্তমান সোনার দেশের রাজার রাজা, রাণীর রাণীই আমাদের সোনার দেশের সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী। আমাদের দেশের পোষাক পরিচ্ছদ পরাইয়া, সোনার চতুর্দ্দোলে বসাইয়া, তাঁহাদেরই পূজা করিয়াছি। আইস আমরা ভক্তি-প্রণত-হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করি। রাজা দেবতা। দেবতার পূজা করিতে হয়।

সেই কারণে

আমাদের সোনার দেশের রাজা রাণীর শ্রীচরণকমলে

গ্রন্থকারের আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার

নিদর্শন স্বরূপ

তাঁহাদেরই ভালবাসার সোনার দেশের কাহিনী সম্বলিত

এই অতি ক্ষুদ্র, ভক্তিচন্দন লিপ্ত পুষ্পহার স্বরূপ

সোনার দেশের প্রথম খণ্ডখানি

উৎসৃষ্ট হইল।

সন ১৩২২ সাল
আশ্বিন

বিনীত সেবক
শ্রীহরিদাস পালিত

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

চিত্র সূচী

সোনার দেশ

প্রথম অধ্যায়

প্রবেশদ্বার

তোমরা গল্প শুনতে ভালবাস বলে, তাই তোমাদিগকে সোনার দেশের গল্প শুনাতে এসেছি। তোমরা রাক্ষস, ভূত, প্রেত, কুকুর, শেয়াল ও বাঁদরের রূপ-কথা শুনিয়াছ। তাহাতে সত্য কথা খুব কম আছে। সে গল্প শুনে তোমাদের আমোদ হয় বটে, কিন্তু তাতে সত্য কথা খুব কম থাকে বলে তোমাদের

অমূল্য সময় অনেকটা বৃথা নষ্ট হয়ে যায়। আর দেখ সে সব গল্প শুনে তোমাদের বড় একটা উপকারও হয় না। বল দেখি! যে ফুলে সুগন্ধ নাই, সে ফুলের আদর কি তোমরা কর্‌তে চাও? গোলাপ গাছে কাঁটা আছে, তত্রাচ তোমরা তোমাদের নরম হাত দিয়ে, গোলাপের ডাল নুঁইয়ে গোলাপ ফুল তুল্‌তে যাও। কেন গোলাপ ফুল তুল্‌তে চাও বল দেখি? গোলাপ কেবল দেখ্‌তে সুন্দর নয়! গোলাপে সুগন্ধ পাও বলে নয় কি? ফুল হলেই কি তার আদর কর? তা নয়, ফুলে সুগন্ধ থাক্‌লে তার আদর বেশী হয়। তেম্‌নি ধারা, দেশে অনেক গল্প ফুলের মত ফুটে আছে। যে গল্পে যত অধিক সত্য কথা আছে, সেই গল্পই, গন্ধরাজ, মালতীর মত সুন্দর ও তোমাদের প্রিয়। সেই গল্পেই বিলাসহীন সৌন্দর্য্য আছে, সেই গল্পেই সত্যের স্বর্গীয় সুবাস আছে।

এখন বল দেখি, তোমরা গন্ধরাজ, গোলাপ, মালতী, পদ্ম ফুল চাও, না সিমুল, পলাশ, ঘেঁটু ফুল চাও? ঐ দেখ তোমরা অম্‌নি বলে উঠ্‌লে, গন্ধরাজ চাই, গোলাপ চাই, মালতী চাই, পদ্ম চাই। অমন রাঙ্গা সিমুল, অমন সাদা ঘেঁটু ফুল ছেড়ে, কেন গন্ধরাজ চাইছ বল দেখি? না—গন্ধরাজ দেখ্‌তেও ভাল, আবার সুবাসও আছে, কেমন? তেমনি যে গল্প সত্যমূলক তাহা গন্ধরাজ ও মালতীর মত সুন্দর ও আদরের। ছেলে, মেয়েদিগকে, ভাল জিনিসটাই তাদের মা, বাপ, দেন। মন্দ জিনিসে তোমাদের অপকার হয় বলে, তাঁরা উহা তোমাদের নিকট হতে দূরে, লুকায়ে রাখেন। তোমরা ছেলেবেলায় যা শিখ্‌বে, যা দেখ্‌বে,

তাই তোমাদের চিরজীবন সঙ্গে থেকে যাবে। সেই জন্য তোমাদিগকে ভাল ভাল উপদেশ দিতে হবে, সত্য ব্যবহার শিখাতে হবে। তোমাদের নিকটে সত্য বই মিথ্যা একেবারে আস্‌তে দেওয়া হবে না। কারণ তোমরা সত্য বই মিথ্যা চাও না। এস, আমার কাছে বস; তোমাদিগকে সোনার দেশের নূতন নূতন সত্য কাহিনী শুনাই।

সোনার দেশটি কেমন, সে দেশের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কেমন, তারা কি করে, আগে তাই বল্‌ব। আর দেখ, সে দেশটি তোমাদের নিকট অপরিচিত নয়। সে দেশের রাজা রাণীর কথা, সে দেশের লোক জনের কথা, আমোদ আহ্লাদের কথা, একে একে শুনাব। সোনার দেশের ফুল, ফল, গাছ, পাতা, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির গল্পও বল্‌ব। তোমরা অবাক্ হয়ে শুন্‌বে। আর কত আমোদ পাবে।

দেব-স্থান

সে দেশের সবুজ রঙ্গের বড় বড় মাঠের মধ্য দিয়ে নগর ও পল্লীর পাশে পাশে ছোট বড় নদ, নদী এঁকে বেঁকে, দূরে দূরে, গাছের আড়ালে আড়ালে চলেছে। নদীর ধারে ধারে, কত রকমের শত শত গাছ পালা, নদীর বুকের উপর ঝুঁকে নদীর জলে, যেন আপনাদের মুখ দেখ্ছে। হরেক রকমের লতা, নানান্ রঙ্গের পাতার উপর, নানান্ রঙ্গের ফুলের চাদরে গা ঢেকে, গাছের শাখায় জড়িয়ে জড়িয়ে মন্দ মন্দ বাতাসে কেমন দুল্‌ছে। আবার তার মাঝে বসে কত রকমের কত ছোট বড় পাখী, নানান্ স্বরে গান ধরেছে। গাছে গাছে কত রকমের কত ফল। আহা কি সুন্দর! মাঠে ঘাটে সবুজ ঘাসের মধ্যে কত শত ছোট ছোট নানান্ রঙ্গের ফুল ফুটে, সে সোনার দেশকে বুটাদার বারাণসী চেলী পরিয়ে দিয়েছে। হরিণ, মহিষ,

মেষ, গাই, বাছুর মনের সুখে চরে বেড়াচ্চে। খাল, বিল ও পুকুরে নীল আকাশের ছায়া পড়ে, জলে আকাশের শোভা বিছিয়ে রেখেছে। সেই নীল আকাশের শোভা বিছান জলের উপর কত শাদা, লাল পদ্ম ফুটে পুকুর, খাল ও বিলগুলিকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। রাত্রে নক্ষত্রগুলি স্বচ্ছ জলের মধ্যে ঝিক মিক্ করে, সেই নক্ষত্রের ছায়ামাখা জলের উপর, কুমুদ ফুল ফুটে, তোমাদের মত উদ্দেশ্যহীন নির্ম্মল হাসি হাসে। সে সোনার দেশের নীল আকাশে নক্ষত্রের সভার মধ্যে বড় রূপার থালার মত সুন্দর চাঁদ ওঠে; সেই চাঁদের ছায়া, কুমুদ ফুলের পাশে, জলে ভাসে, আবার কত রকম আকার ধরে, জলের ঢেউগুলির সঙ্গে সঙ্গে কুচো কুচো রূপার পাতের মত ভেসে ভেসে কূলের গায়ে মিশে যায়। বল দেখি, সোনার দেশের এ সব জীবন্ত ছবি কি তোমাদের দেখ্‌তে সাধ হয় না? আমি তোমাদিগকে কোলে করে সেই সোনার দেশ দেখিয়ে আন্‌ব। সে দেশ তোমাদের বাড়ী থেকে বেশী দূর নয়, আমার কোলে চেপে, সে দেশ দেখ্‌তে যেতে তোমাদের মোটেই কষ্ট হবে না।

সোনার দেশের সকল কথাই বড় আশ্চর্য্য! তোমরা স্বর্গের কথা শুনেছ। স্বর্গ বড় সুন্দর ও সুখের স্থান, কিন্তু আমরা স্বর্গ দেখ্‌তে পাই না। কিন্তু স্বর্গ দেখার ইচ্ছা পূর্ণ হবার উপায় আছে। স্বর্গের মত করে পরমেশ্বর সোনার দেশটিকে নিখুঁত ভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন। কেবল সোনার দেশটাই স্বর্গের

অনুকরণে নির্ম্মিত বলিয়া, সোনার দেশবাসীগণ স্বর্গ দেখ্‌তে চায় না। তোমাদিগকে আমি সেই স্বর্গের মত সোনার দেশের গল্প বল্‌ব। তার পর তোমাদিগকে সেই ভূ-স্বর্গ সোনার দেশে নিয়ে গিয়ে, স্বর্গের নন্দন কানন, স্বর্গের মন্দাকিনী নদী ও স্বর্গ-বাসীর সজীব মূর্ত্তিগুলি দেখায়ে আন্‌ব। সে দেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত নামে ছয়টি ঋতু সমান ভাবে বয়ে যায়। সে দেশের ছেলে মেয়েদের মুখে সদাই হাসি, যেন সদাই তারা প্রফুল্ল। সে দেশে দুঃখ নাই, সদাই সুখময়। সোনার দেশের লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ, আর ক্ষেতভরা ফল, মূল, শাক, সব্জী। সে দেশের লোকে দুধে-ভাতে খায়। সে দেশে কেহ কাহার পর নাই, সকলেই পরস্পর একটা না একটা আত্মীয় সম্বন্ধে জড়িত। যেন দেশ-শুদ্ধ নর নারী নিয়ে একটা বৃহৎ পরিবার। সে দেশের লোকে রাজাকে দেবতার মত ভক্তি করে। এমন ধারা রাজভক্তি ও বিশ্বাস পৃথিবীর কোন দেশের লোকের মধ্যে নাই। তোমরা অনেক দেশের গল্প হয়ত শুনেছ, কিন্তু এমন আশ্চর্য্য দেশের কথা, এমন আশ্চর্য্য দেশের গল্প কখন শুন নাই। আজ তাই তোমাদিগকে সেই আশ্চর্য্য দেশের কাহিনী শুনাতে এসেছি।

দেব-বিগ্রহ

সবুজ রঙের মাঠে ঘেরা ছোট ছোট পল্লীগুলি, তাল, নারিকেল, খেজুর, বাঁশ, আম, কাঁটাল, জাম প্রভৃতি গাছে যেন ছেয়ে রয়েছে। রাস্তার দুধারের গাছে সারা রাস্তাটিকে বেশ ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছে। পল্লীপার্শ্বে বন-কেয়ার বেড়া। মাঝে মাঝে বড় বড় পুকুরের উচু উচু পাড়, সবুজ ঘাসের চাদর গায়ে দিয়ে সেজে গুজে বসে আছে। তার উপর কোথাও তাল, কোথাও খেজুর, কোথাও বা বড় বড় অশ্বত্থ, বট মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। রাখালবালকেরা, গরুর পাল মাঠে ছেড়ে দিয়ে, সেই সব বটগাছের বায়বীয় শিকড় ধরে দুলছে। কলসী কাঁকে ক'রে মেয়েরা পুকুরে জল নিতে আসছে, কেহ বা জল নিয়ে বাড়ী চলেছে। কৃষকগণ মাঠে কাজ করছে। কোথাও আকের ক্ষেত, কোথাও শাক সব্জীর ক্ষেত দেখা যাচ্ছে। কোন স্থানে কৃষক

লাঙ্গল দিয়ে ভূমি চষিতেছে, কেহ কোদাল দিয়া মাটি কোপাচ্ছে, কেহ বা দুণী দ্বারা জল ছেঁচে আপনাপন ক্ষেতে দিচ্ছে। কাজ কর্ছে আর গান গাচ্ছে। এতে তাদের পরিশ্রম তত ক্লেশকর বলে বোধ হচ্ছে না।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খোলা মাঠের উপর, খোলা বাতাসে খেলা কর্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনাপন ক্ষেতগুলিতে পাহারা দিচ্ছে। সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত। কোলাহল নাই, বিবাদ নাই, ঝগড়া নাই, বেশ হাসি মুখে তারা বাস কর্ছে।

আর দেখ সোনার দেশের পল্লীগুলি অতি মনোহর। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ীর কাছের গাছতলায়, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খেলা করছে। তোমাদের এদেশের মত 'হাড়ুডুড়ু' হিংয়েদাঁড়ি, কাণামাছি খেলা সেদেশে খুব চল্‌তি আছে। ছোট ছোট মেয়েরা খেলাঘর পেতে, নারকেল মালায়, ধূলোর ভাত, ডাল রাঁধ্‌ছে। একটু বড় মেয়েরা কুটনো কুট্‌ছে, কেহ বাটনা বাট্‌ছে, আর কেহ বা মা, দিদির ফরমাশ মত কত ছোট বড় কাজ কর্‌ছে। কেহ মাসী, পিসার সঙ্গে বড়ি দিতে শিখ্‌ছে। কেহ দোরে বসে কাঁথা সেলাই কর্‌ছে। বৃদ্ধারা চরকা নিয়ে "ঘ্যানোর ঘ্যানোর ঘ্যা" শব্দে কাটনা কাট্‌ছে, তাদের কাছে বসে বৌ, ঝি তূলোর পাজ পাকিয়ে দিচ্ছে।

সে দেশের ছেলে মেয়েরা বাড়ীর উঠানে হাত ধরাধরি করে নাচে। কত ছড়া বলে, আবার কখন নেচে নেচে, ঘুরে ঘুরে গান

গায়। তাদের সোনার মুখে হাসি লেগেই আছে। কখন দেখ্‌তে পাবেনা তারা মুখ ভার করে বসে আছে।

খোকা খুকীর মা, দিদি সন্ধ্যার সময় ছেলে মেয়েদিগকে "সাঁজের বাতি" দেখান। তোমরা কি কখন ঠাকুর মন্দিরে আরতি দেখেছ? সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জ্বেলে, মা যখন সেই প্রদীপটি হাতে করে ঘরে ঘরে, তুলসী তলায় সন্ধ্যা দেখান, সেই সময়ে হাতের প্রদীপটি নিয়ে, ছেলে মেয়েদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে, কত আদর করেন, দেবতার আরতির মত, সোনার চাঁদ ছেলে মেয়েদের মুখের কাছে প্রদীপ নেড়ে আরতি করেন, আব বলেন—

সাঁজের বাতি নড়ে চড়ে
যে আমার খোকা খুকীকে খোঁড়ে
তার মুখ্‌টি ছ্যাঁক করে পোড়ে।

এই ছড়াটি বলেই প্রদীপটি একপাশে সরিয়ে ধরেন। তাঁরা ছেলে মেয়েদিগকে খুব সোহাগ করেন। প্রতি গৃহে ধূপ, ধূনা ও প্রদীপ জ্বলে। সাঁজের বাতি জ্বেলে মেয়েরা শাঁখ বাজায়।

তাদের মা, খোকা খুকীর পা ধুইয়ে, গা মুছিয়ে, দোরে মাদুর বিছিয়ে দেন। দিদিমার কাছে তারা মাদুরের উপর বসে। কত গল্প শোনে, আর শেখে। আকাশের চাঁদের কাছ থেকে মা, দিদি টিপ্‌ চেয়ে ছেলে মেয়েদের কপালে পরিয়ে দেন। আর সপ্তমালার দেশের ছড়া বলেন—

সপ্তমালার দেশে, গাই বলদে চষে,
তারা হীরেয় দাঁত ঘষে।

আর তারা রুইমাছের মুড়োর সঙ্গে পটল দিয়ে ঝোল রাঁধে। রুইমাছ আর পটল তাদের বাড়ীতে ভারে ভারে আসে। এই রকমের ছড়া, আর কতরকমের গল্প তারা শোনে।

নাট্যমন্দির

খোকা খুকীর নাচগান

সোনার দেশের খোকা খুকীরা মায়ের কোলে কেবল বসে থাকে না। সদাই যেন তারা কত কাজে ব্যস্ত। কখনও ইহা চাই, উহা চাই, ইহা লইব না বলে আব্‌দার বা কোট করে না। মা, বাপ, যা দেন তারা তাই খুসামনে লয়। দুই পাঁচ জনে মিলে মিশে এক সঙ্গে খেলা করে। রোদ, বাতাস সব তারা সহ্য করতে শেখে। তারা হাতধরাধরি করে গোলাকার ভাবে দাঁড়িয়ে হাত দোলায়, নাচে, আর ঘুরে ঘুরে গান গায়।

(সোনার দেশের খোকা খুকীর গানের মত গান।)

এই মোদের সোনার দেশ।
নাই হেথায় দুঃখের লেশ ॥

রবি ছড়ায় কিরণ রাশি।
নীল আকাশে বেড়ায় শশি॥
নিত্য নূতন ধরার বেশ।
এই মোদের সোনার দেশ॥

এই রকমের কত গান গেয়ে গেয়ে, ঘুরে ঘুরে, নেচে নেচে, হেসে, হেসে, যখন তারা বাড়ী যায়, তখন তাদের মা, দিদি দৌড়ে এসে, আঁচল দিয়ে গায়ের ধূলা ঝেড়ে, মুখ মুছিয়ে দেন। আর কত সোহাগ করেন। খোকা খুকীরা অমনি দুটিহাত বাড়িয়ে তাঁদের গলা জড়িয়ে ধরে। তাঁরা তাদের চাঁদমুখে চুমু খান। আর কত আদর করতে করতে বুকে করে তুলে নিয়ে খেতে দেন।

খোকা খুকীর আপন কথা

তোমরা মনে রেখ, সোনার দেশের ছেলে মেয়েরা বড়ই ভাল। তাদের স্বভাব বড়ই সুন্দর। তাদের স্বভাব কি করিয়া সুন্দর হয়, সেই কথাই তোমাদিগকে এইবার বল্‌ব, মন দিয়া শোন। তারা খেলার সময় খেলা করে, কাজের সময় কাজ করে। কখন তাদের মুখে অসন্তোষের চিহ্ন দেখা যায় না। ফুটন্ত ফুলের মত তারা সরল ও সুন্দর। গন্ধরাজ, মালতী ফুল দেখ্‌লে তোমরা যেমন সুখী হও, লইবার জন্য হাত বাড়াও, সেই সোনার দেশের সোনার ছেলে মেয়েদিগকে দেখ্‌লে হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিতে ইচ্ছা করে। তারা ভুলেও মিথ্যা কথা বলে

না। তাদের স্বভাব এই জন্যই বড় সুন্দর। যে দেখে, সেই তাদিগকে ফুটন্ত সুগন্ধি ফুলের ন্যায় ভালবাসে। ছোট থেকেই তারা আপন আপন গৃহের অনেক কাজ করতে শেখে। কখন আলস্য করে বসে বসে সময় নষ্ট করে না। অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে না। মৌমাছির মত সারাটা দিন ঘরের ছোট ছোট কাজ করে। বাপ, মা, ভাই, বোন, ও পাড়া প্রতিবাসী সংসারের উপযুক্ত যে সকল কাজ করেন, তারা হাসি মুখে খুব আহ্লাদের সঙ্গে সে সব কাজে যোগ দেয়।

ছেলে মেয়েদের মধ্যে যারা একটু বড় হয়েছে, তারা সকলে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে গিয়ে লেখা পড়া শেখে। কামার-বাড়ী, কুমারবাড়ী, ছুতারবাড়ী, ময়রাবাড়ী, কলুবাড়ী, গয়লা বাড়ীতে বাড়ীর কাজের জন্য তারা প্রায়ই যায়। সেইজন্য তারা বিদ্যালয়ের পাঠ ও শিক্ষা ছাড়া সংসারের উপযুক্ত অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারে। বাপ, ভায়ের সঙ্গে তারা হাটে বাজারে যায়, অনেক জিনিসের কেনা বেচা দেখে, অনেক জিনিসের নাম ও অনেক জিনিসের দর, দাম শিখ্তে পারে। কোথায় কোন্ দ্রব্য বিক্রয় হয়, কোথায় কোন্ দ্রব্য সুবিধা তা বলতে পারে, কোন জিনিস কিন্তে গিয়ে, ঠকে আসে না, বা মন্দ জিনিসও আনে না। সারাটা দিন বিবিধ কাজে ও শিক্ষায় নিযুক্ত থাকে বলে, সন্ধ্যা হবামাত্র আহারাদি করে, মা দিদির কোলে মাথা রেখে গল্প শুন্তে শুন্তে ঘুমিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যার সময় ঘরে প্রদীপ জ্বালা হলে, ঘুমাবার আগে তারা

মা, দিদির কাছে বসে তাদের ছোট ছোট হাত দুখানি যোড় করে ভগবানের উদ্দেশে গান গায়। মা, দিদিরাও ধীরে ধীরে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সুর করে গান গাইতে থাকেন। সোনার দেশে ঐ রকমের অনেক গান আছে। তোমরা কি তাদের ঐ গানের মত একটি গান শুনবে? এই শোন—

নিদ্রার পূর্ব্বে ভগবানের গান

দিবসেরি আলো, আঁধারে মিশালো,
রজনী ধরায় এল।
ধরণী এখন, ঢাকিয়া বদন,
তিমিরে ডুবিয়া গেল॥
দিবসের কাজ, ফুরাইল আজ,
বিশ্রাম করিতে যাই।
প্রদীপ সন্ধ্যার, ধূপ ধূনা আর,
জ্বালে, শঙ্খ বাজে তাই॥
আমাদের তরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
"সাঁজের বাতিটি" নড়ে।
আমাদের তরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
"সাঁজের হুলুই" পড়ে॥
আমরা এখন, পেয়ে শুভক্ষণ,
গাইব প্রভুর গান।

মঙ্গল আরতি, ধূপ ধূনা বাতি,
সার্থক হইবে প্রাণ ॥

জগৎ জীবন, জগৎ কারণ,
জগৎ জীবন দাতা।
তুমিই শরেণ্য, তুমিই বরেণ্য,
তুমিই জগৎ পিতা ॥

খুব ভোরে তাদের ঘুম ভাঙ্গে। বিছানায় বসে পিতামাতার নিকট অহল্যা, কুন্তী, সীতা, সাবিত্রীর কথা শোনে। পিতা মাতার নাম হতে পূর্ব্বপুরুষগণের নাম শেখে। পিতামাতা বিছানায় বসে ভগবানের স্তোত্র গানের মত সুর করে বলেন, বালক বালিকাগণ তাহা মন দিয়া শোনে। সোনার দেশের পিতা মাতা ভোরে যে গান গান সেই রকমের একটি গান শুন---

ভগবানের স্তোত্র

কোথা তুমি কোথা আমি জানিনাক নাথ।
শুধু জানি আমি তুমি আছি সাথে সাথ ॥
তুমি যবে ফুটি উঠ প্রভাত গগনে।
হৃদিপদ্ম হাসি উঠে তোমারি কিরণে ॥
তুমি যবে বহে যাও পবন হিল্লোলে।
কুসুমে নীহার সম মম আঁখি গলে ॥
প্লাবনের বেগে যবে ভাসাও সংসার।
ডুবি তাহে ডুবি ডুবি দেই গো সাঁতার ॥

বজ্র বেশে খস যবে ধাঁধিয়া নয়ন।
লুটাই চরণ তলে ধরিয়া চরণ ॥
ঘন কৃষ্ণ রূপে যবে বেড় বিশ্ব খানি।
ডুবে যাই তোমাতেই ভুলে যাই আমি ॥

বাপ, মা প্রণাম করেন, সোনার দেশের ছেলে মেয়েরা তাঁদের সঙ্গে প্রণাম করে। তারপর তারা হাততালি দিতে দিতে নিজেরা ভগবানের একটি স্তোত্র গান করে। সেই গান বড়ই মধুর। তোমরা সেই রকমের গান গাইতে শিখ্‌বে বলে, তাদের গানের মত একটি গান বল্‌ছি শোন—

ভগবানের স্তোত্র

পূরব গগন উজল বরণ
বিহগ গাহিছে গান।
শীতল পবন, বহিছে এখন,
শিশিরে করিয়া স্নান ॥
কুসুমেরি দল, দিয়া পরিমল,
তুষিছে কাহারি প্রাণ।
তুষিতে তাঁহারে, গাহিব সাদরে,
তাঁহারি করুণা গান ॥
দু হাত জুড়িয়া নয়ন মুদিয়া
তাঁহারে আরোপি প্রাণ।

হৃদয় ভরিয়া মুরতি আঁকিয়া
করিব তাঁহারি ধ্যান ॥
শিরসি লুটায়ে নয়ন ভাষায়ে
নমিব চরণে তাঁর।
যাঁহার রাতুল চরণ যুগল
ধরম করম সার ॥

তার পর তারা বিছানা হতে উঠে, মুখ ধোয়, পরিষ্কার কাপড় পরে, হাতে ফুলের সাজি নিয়ে, বাড়ীর ছোট ফুলবাগানে ফুল তুল্‌তে যায়। তোমরা হয় ত মনে কর্‌তে পার, সোনার দেশের সকলের বাড়ীতেই কি ফুলের বাগান আছে? আমি দেখেছি বলেই তোমাদিগকে বল্‌ছি, সে দেশের সব বাড়ীরই এক পাশে, খানিকটা যায়গায় ফুলের বাগান আর তার পাশে খানিকটা স্থানে তরিতরকারী ও শাকের ক্ষেত আছে। সেই ফুলবাগানের ফুলগাছগুলি সে দেশের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আপন হাতে লাগিয়েছে, তারাই ফুলগাছে জল দেয়, তারাই বাগানের ঘাস তুলে ফেলে। তাদের বাগানে করবী, টগর, গন্ধরাজ, মালতী, বেলী, রজনীগন্ধা, ঝুম্‌কলতা, অপরাজিতা, সেফালী, মল্লিকা, তুলসী, ভূঁইচাঁপার গাছ আছে। সকল ঋতুতেই কোন না কোন ফুল ফুটে বাগানটি সাজিয়ে রাখে। বাগানের কোণে স্থলপদ্ম, জবা ফুটে থাকে। সোনার দেশে যার বাড়ীতে ফুলের বাগান না থাকে, তার বাড়ীতে ভিখারী ভিক্ষা করতে যায় না। তাই সকলের বাড়ীতে ছোট বড় ফুল-বাগান আছে।

প্রাতঃকালে ফুলের গায়ে শিশির মাখান থাকে, সোনার দেশের ছেলে মেয়েরা, খোকা খুকীরা নেচে নেচে, দৌড়ে দৌড়ে নানান্ রকম ফুল তোলে আর সাজিতে রাখে। ফুল তুল্‌তে তাদের ভারি আমোদ হয়। রং বেরং ফুল দেখ্‌তে দেখ্‌তে, ফুলের বাসমাখা প্রাতঃকালের শীতল বাতাসে বেড়াতে বেড়াতে ও পরিষ্কার বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে নিতে তাদের মন প্রফুল্ল ও শরীর স্নিগ্ধ হয়ে উঠে। বাগানের সব ফোটাফুলগুলি তারা তোলে না, প্রত্যেক গাছে কিছু কিছু রেখে দেয়, বাগানে ফুল ফুটে না থাক্‌লে, বাগানটি ভাল দেখায় না, তা তারা জানে। ফুলতোলা শেষ হলে, তারা বাড়ীর ভিতর যায়, বাড়ীর সকলকে ফুল দেখায়। কতক ফুল পূজার জন্য রেখে দেয়। কতকগুলি ফুলে তোড়া বেঁধে ঘরের মধ্যে সাজিয়ে রাখে। মেয়েরা ফুলের মালা গাঁথে। তার পর কিছু খায়। খেয়ে পড়্‌তে যায়।

সে দেশের সকল পল্লীগ্রামে পাঠশালা আছে। পাঠশালায় যিনি বিদ্যাশিক্ষা দেন, তাঁকে 'গুরুমহাশয়' বলে সকলে ডাকে। দেশের সকল লোকে তাঁকে ভক্তি করে। সোনার দেশের ছেলে মেয়েরা গুরুমহাশয়কে বড় ভক্তি ও মান্য করে। পাঠশালে গিয়ে সকল বালক, বালিকারা আগে গুরুমহাশয়কে প্রণাম করে, তারপর লিখ্‌তে পড়্‌তে বসে। পাঠশালাটি তাদের ভক্তির স্থান। দেব-মন্দিরের মত তারা পাঠশালাটিকে পবিত্র স্থান বলে জানে। গুরুমহাশয় সেই মন্দিরের যেন দেবতা।

খোকা খুকীরা গুরুমহাশয়কে ঘিরে বসে। গুরুমহাশয় যখন যা বলেন তারা তাই করে। ছেলে, মেয়েরা ঠিক ভাই বোনের মত তথায় থাকে। পাঠশালাটি যেন একটি বড় গৃহস্থের বাড়ী। বাড়ীর কর্ত্তা গুরু, আর তাঁর স্ত্রী বাড়ীর গিন্নী। ছাত্র, ছাত্রীরা সেই বাড়ীর যেন ছেলে, মেয়ে। গুরুমহাশয়ের স্ত্রীকে খোকা খুকীরা 'গুরুমা' বলে ডাকে। গুরুমা যথার্থই মা। তিনি ছেলে মেয়েদিগকে পর ভাবেন না। সকলেই যেন তাঁর ছেলে মেয়ে, সকলকেই তিনি সমান যত্ন করেন, সকলকেই আদর করেন। খোকা খুকীরা পাঠশালে গিয়াও যেন নিজের বাড়ীতে মা, বাপের কাছে আছে মনে করে। গুরুমহাশয় সকলের আগে ছেলে মেয়েদিগকে সারি দিয়া দাঁড় করান, আর নিজে একটি স্তোত্রের এক এক চরণ বলেন, আর ছেলেরা সুর করে সকলে এক সঙ্গে সেইটি বলে। তোমরা সেই স্তোত্রের মত একটি স্তোত্র শিখিয়া রাখ, সকালে পড়িতে বসিবার আগে সুর করিয়া বলিও।

পাঠশালার প্রাতঃ স্তোত্র

গাইছে কোকিল সুমধুর তানে,
মধুকর গুঞ্জরে লতিকা বিতানে।
মন্দ সমীরণ সুষমা বহিয়ে,
তটিনী হৃদয় চুমিয়ে চুমিয়ে,
বহে ধীরি ধীরি মধুময় স্বননে।

উদিল অরুণ পূর্ব্ব গগনে
ধ্বনিত ধরণী বিভুগুণ গানে ॥

স্তোত্র পাঠ শেষ হলে, সকলে লিখ্‌তে, পড়্‌তে বসে। লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুরুমহাশয় তাদিগকে নিয়ে কত রকম খেলা শেখান। তারা লাফাতে ও দৌড়াতে শেখে। তোমরা সেখানে গেলে দেখ্‌তে পাবে, খোকা খুকীরা গুরুমহাশয়কে ঘিরে বসে কতরকম গল্প শুনছে; বাড়ীর ভিতর খুকীরা গিয়ে গুরুমার কাছে চরকা কাটা দেখ্‌ছে, কখন বা কাঁথাশেলাই শিখ্‌ছে, গুরুমা তাদিগকে নিয়ে কত ঘরকন্নার কথা বল্‌ছেন। সোনার দেশের ছেলে মেয়েরা পাঠশালে না গিয়ে এক দিনও ঘরে থাক্‌তে পারে না। পাঠশালে যাওয়া তাদের ভারি আমোদের কাজ। পাঠশালে গিয়ে তারা অল্প দিনের মধ্যে অনেক শিখে ফেলে। ছেলে মেয়েরা হরিতাল, খড়ি, কালি দিয়ে, দেওয়ালের গায়ে চিত্র ও আলপনা আঁক্‌তে শিখে। এখন তোমরা বল দেখি, সোনার দেশের খোকা খুকীরা কতরকম আমোদ আহ্লাদের মধ্য দিয়া কেমন শিক্ষালাভ করে? লেখা পড়া শেখা একটা গুরুতর ব্যাপার বলে, তাদের মোটেই মনে হয় না।

তোমরা ছড়া ও কবিতা শীঘ্র মুখস্থ কর্‌তে পার বলে, সেদেশের গুরুমহাশয় কঠিন কঠিন বিষয়গুলি ছড়া আর কবিতার সাহায্যে শিখিয়ে দেন। তারা প্রথমে বুঝ্‌তে পারে না যে, এ ছড়াগুলি কিসের, কিন্তু বল্‌তে ভাল লাগে, শিখ্‌তে ভাল লাগে বলে, ছেলে মেয়েরা

মুখস্থ করে ফেলে ! সময়ে যখন দরকার হয় তখন ঐ ছড়াগুলি কাজে লেগে যায়। সব ছেলে মেয়েদিগকে গুরুমহাশয় একলা পড়াতে পারেন না। যারা বেশী শিখেছে, সে দেশের পাঠশালে, সে সব ছাত্রকে 'শিরপোড়ো' বলে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে তারা যা শিখেছে তাই শেখায়। তাহাতে শিরপোড়োর শিক্ষা হয় ও আর অপরকেও শেখান হয়। এ নিয়ম একা সোনার দেশছাড়া আর কোথাও নাই।

সোনার দেশের ছেলে মেয়েরা বড় হ'লে তাদের শিক্ষার আলাদা বন্দোবস্ত হয়, সে শিক্ষাপ্রণালীর কথা আর একদিন বল্‌ব। সে দেশের গুরুমহাশয়ের নজর থাকে, যাতে ছেলেদের স্বভাব ভাল হয়। পিতা, মাতা ও রাজাকে ভক্তি করতে শিখে। দেশের উপকার করে, আর সংসারের উপযুক্ত কাজের লোক হয়ে উঠে। খুকীরা বড় হলে পাকা গিন্নী হয়, সংসারটা সুখে রাখা কেবল তাদের হাতে বলে, গুরুমা ও গুরু মহাশয় খুকীদিগকে সীতা, সাবিত্রীর মত গড়ে তোলেন ! সোনার দেশের গিন্নীরা সকলেই খনা, লীলাবতী, সীতা ও সাবিত্রীর মত, এ কথা মনে রেখো। সোনার দেশের রাজা—আমাদের রাজা রামচন্দ্র, রাজা যুধিষ্ঠিরের মত। তাই সে দেশের ছেলে মেয়েদিগকে, গুরুমহাশয় শিখান "রাজা দেবতা"। সে দেশের পাঠশালা সকালে বিকালে হয়। বৈকালে যখন সে দিনকার মত পাঠশালার ছুটি হয়, তখন সকল বালক বালিকারা সারিদিয়া দাঁড়ায়, বিদায় গান গাহিয়া গুরুমহাশয়কে ভক্তিভাবে প্রণাম করে, তার পর হেসে

হেসে আপন আপন গৃহে যায়। বৈকালে তাহারা যে বিদায়-গীতটি গায় সেই রকম একটা গান তোমাদিগকে শুনাইতেছি, মনে করিয়া রাখিও।

পাঠশালার বিদায়-গীত

দিবসের ফুল্লমুখ আঁধার করিয়া।
ছিটান কিরণ রবি নিতেছে গুটা'য়া ॥
রক্তিম গোলার মত সূর্য্যের বরণ।
ধীরে ধীরে ডুবিতেছে পশ্চিমে এখন ॥
মাঠ হতে রাখালেরা আসে নিজ ঘর।
শুনা যায় গ্রাম প্রান্তে বাঁশরীর স্বর ॥
বৃক্ষের শাখার মাঝে বিহঙ্গম কুল।
আশ্রয় লইতে তারা হয়েছে ব্যাকুল ॥
আজিকার মত পাঠ হল সমাপন।
গুরুপদে প্রণিপাত করহ এখন ॥
বিদ্যাদাতা জ্ঞানদাতা দেবতা সমান।
এ-হেন গুরুর প্রতি হও ভক্তিমান ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

দোলমণ্ডপ

তোমাদিগকে সোনার দেশের কথা, সেখানকার খোকা খুকীর অনেক কথা এতক্ষণ ধরে বল্‌লাম। এইবার সে দেশের রাজা, প্রজা, আমোদ, আহ্লাদ, নাচ, গান, সিংহ, সাপ, পুতুলনাচ ও সংসাজার গল্প বল্‌ব। তোমরা শুনে ভারি খুসী হবে। হাস্‌বে নাচ্‌বে আর লাফাবে। চুপকরে শোন, গোল কর না।

এক যে ছিল সোনার দেশ, সে দেশটা খুব বড়। এত বড় যে,

সে দেশটা তুলে এনে, যদি আমাদের ভারতবর্ষের উপর রাখা যায়, তা'হলে একটুকুও ছোট বড় হবে না, ঠিক ঠিক মিলে যাবে। সেই সোনার দেশের মধ্যে অনেক রাজা আছেন। তাঁদের উপরে সকলের সেরা একজন বড় রাজা আছেন। গোটা দেশটার রাজার রাজাকে "সম্রাট" বলে। সোনার দেশেও একজন রাজার রাজা সম্রাট আছেন। তিনি ছেলে মেয়েদিগকে বড় ভালবাসেন। তোমাদিগকে যখন আমি কোলে করে সে দেশে নিয়ে যাব, তখন তোমরা দেখ্‌বে সে দেশটা কেমন সুন্দর। সোনার দেশে রাজ-বাড়ী যেখানে আছে, সেই স্থানকে "রাজধানী" বলে। রাজধানীর পাশে ঘাসে ছাওয়া খুব বড় সমতল মাঠ থাকে। সোনার দেশের একটি বড় নগরে ব্রহ্মার পূজা হয়, তাই সেখানে বড় ধূমধাম হয়। কত আমোদ আহ্লাদ, কত বাজনা বাদ্দী হয়। সেই সব কথা এইবার বল্‌ব। মনে রেখো, ভুলো না ?

তোমাদের দেশের মত, সে দেশের লোকে অনেক দেব দেবীর পূজা করে। এ দেশের দুর্গাপূজার সময় তোমরা যেমন ঘরবাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর, নূতন কাপড, জামা, জুতো পরে ঠাকুর দেখ্‌তে যাও, আর কতরকম আমোদ আহ্লাদ করে পূজার কয়েকটি দিন সুখে কাটাইয়া দাও—সোনার দেশের সকলে আত্মীয়, কুটুম্ব ও ছেলে মেয়েদিগকে নিয়ে সেই রকম উৎসব আমোদ করে। সে দেশের পূজার কথা তোমরা শুনবে ?

সোনার দেশে একটি বড় নগরে ব্রহ্মার পূজা হবে। পূজার দিন খুব উৎসব ও আমোদ হবে এই জন্য নগরের লোকেরা

আপন আপন বাড়ী, ঘর পরিষ্কার কর্‌ছে। ছেলে মেয়েরা কেবল দিন গুণ্‌ছে। সেই নগরের মাঝখানে, একটি খুব বড় মন্দিরে ব্রহ্মার পূজা হয়। সেই দেব-মন্দিরটি রাজার আদেশে, রাজার লোকে খুব ভালকরে সাজিয়ে দিয়েছে। নগরের অনেক লোকের বাড়ীতেও ব্রহ্মার পূজা হবে। যে যে বাড়ীতে পূজা হবে, সেই সেই বাড়ীগুলিও সাজান হয়েছে। গৃহস্থেরা আপন আপন কুটুম্বের বাড়ীতে পূজা দেখ্‌বার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। কাহার বউ, বাপের বাড়ী হতে শ্বশুর বাড়ী আস্‌বে; কাহার মেয়ে শ্বশুর বাড়ী হতে বাপের বাড়ী আস্‌বে। মাসী, পিসী, মামা, মামী, ভাই, বোনদের সঙ্গে পূজার কয়টি দিন, আমোদে কাটাবার জন্য নগরের বাড়ী বাড়ী খুব আহ্লাদের ধূম পড়েছে। কতরকম খাবার জিনিস তৈরি কর্‌ছে। খৈ, মুড়ি, চিড়ে, মুড়কী, নারকেল লাড়ু, আনন্দ লাড়ু, সিঁড়ির লাড়ু, তিলের লাড়ু, খাজা, গজা, মণ্ডা, মেঠাই আর ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরপুলী, হাঁড়ি ভরে রাখ্‌ছে। দৈ, দুধ, ক্ষীরের জন্য গয়লা বাড়ী বলে রেখেছে। সরু চাল জালা ভরে রেখেছে। কেঁড়েভরে গাওয়া ঘি, কলসীভরে সরিষার তৈল, কুপীভরে ভরে তিল আর নারিকেল তৈল রেখেছে। হাট বাজার থেকে, তাঁতিদের বাড়ী থেকে, দরজার দোকান থেকে, কতরকমের ধুতী, শাড়ী, পিরাণ, কিনে আন্‌ছে। সেকরা বাড়ী থেকে, রূপার পৌচি, খাড়ু, বাঁকমল, চন্দ্রহার, বালা কিনে এনে বৌ ঝিকে দিবার জন্য রেখেছে। কুমারেরা কত রকমের রং করা হাঁড়ী, সরা, তিজেল ঝাঁকা ভরে নিয়ে গৃহস্থের বাড়ীতে

বিক্রয় কর্‌বার জন্য আস্‌ছে। মালীরা সোলার চাঁদমালা, কদম গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী দিয়ে বেড়াচ্ছে, আর পূজার কয়েকদিনকার মত কত ফুল, ফুলের মালা দরকার তা জেনে যাচ্ছে। বেণের দোকানে তেলের মসলা, মাথাঘসা, সুপারি, কর্পূর প্রভৃতি কিনিবার জন্য বাড়ীর ছেলে মেয়েরা দৌড়াদৌড়ি কর্‌ছে। বারুইগণ পানের বোরজ হতে ঝুড়ি ঝুড়ি পান তুলে নিজেদের বাড়ীতে রাখ্‌ছে। যে যে বাড়ীতে পূজা হবে, সেই সেই বাড়ীতে এর মধ্যেই বাজনা বাজ্‌ছে।

সোনার দেশের সেই রাজার বাড়ী ধ্বজা, পতাকা, ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়েছে। আমের শাখার মালা দিয়ে রাজবাড়ীর দরজার উপর সাজিয়েছে। কলা ও সুপারির গাছ রাস্তার ধারে ধারে সার দিয়ে পুঁতে, তার পাশে ছোট ছোট জলের কলসী রেখেছে, কলসীর উপর আমের শাখা, তার উপর ডাব সাজিয়ে দিয়েছে। লাল রংঙ্গের রাস্তার উপর জল ছিটিয়ে দিয়েছে। সোনার দেশের রাজা ঐ পথ দিয়ে উৎসব দেখ্‌বার জন্য যাবেন। যে রাস্তা দিয়ে রাজা নগর হতে উৎসব স্থানে যাবেন এবং যে পথ দিয়ে ফিরে আসবেন, সেই সেই পথের দুই ধারের বাড়ী ঘর দোর খুব ভাল করে সাজান হয়েছে। বিদ্যালয়, দেবালয়, কুঞ্জবাড়ী, ফুলবাগ, চতুষ্পথ, পান্থনিবাস, চিকিৎসালয়গুলি ফুলের মালা ও ধ্বজপতাকা দিয়ে সাজিয়েছে বলে, নগরটি দেখ্‌তে ভারি সুন্দর হয়েছে।

রাস্তার দুই ধারে কত রকমের দোকান বসেছে। মাঝে

মাঝে ভাত, ডাল, তরকারীর দোকান ও ময়রারা সন্দেশের দোকান সাজিয়েছে। মালীরা ফুলের দোকান পেতেছে। সোলার খেলেনাও বিক্রয় করিতেছে। তাম্বুলীরা পানের খিলির দোকান করেছে। ছুতার কাঠের খেল্‌না ও পটের দোকান সাজিয়েছে। কামার, ছুরি, কাঁচী, কোদাল, কুড়াল, হাতা, বেড়ী, কড়া প্রভৃতি বিক্রয় কর্‌ছে। কুমার নানা রকম মাটির পুতুল, হাঁড়ি কুঁড়ী সাজিয়ে বসেছে। তাঁতি বস্তা বস্তা কাপড় নিয়ে বসে আছে। পিত্তল, কাঁসা, তাঁমা, রাঙ, দস্তার কত জিনিস যে সাজান রয়েছে তা আর তোমাদিগকে কি বল্‌ব। ঐ খোলা মাঠের ধারে, কৃষকগণ ফল, মূল, তরিতরকারা ও শাকসব্জীর ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে। তাদের ছেলে মেয়েরাও ঝোড়ার কাছে বসে তরি-তরকারী বিক্রয় কর্‌ছে। ঐ বাগানের ধারে বড় পুকুরের পাশে, গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া, মেষ, মহিষ বিক্রয় কর্‌বার জন্য লোকে এনেছে। ঘোড়া, হাতীও ঐ খানে বিক্রয় হয়। এই সব দোকান পাট ছাড়িয়ে গেলে, নগরের বাহিরের বড় মাঠ, সেই মাঠের মাঝে মাঝে ছোট বড় অনেক তাঁবু খাটান হয়েছে। বড় বড় তাঁবুতে দশহাজার লোক দাঁড়িয়ে বা বসে থাক্‌তে পারে। তাঁবুর মাথায় মাথায় ধ্বজপতাকা উড়্‌ছে। পতাকার মালা দিয়ে তাঁবুর চারি ধার সাজিয়েছে। তাঁবুর মধ্যে, বাহিরে, দোরে রাজার প্রহরীগণ পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। রাস্তা ঘাট কেমন পরিষ্কার, কোথাও একটি কুটা পড়ে নাই।

কাল ব্রহ্মা পূজা হবে। উৎসব কাল হতে আরম্ভ হবে। পাড়া

গাঁ হতে, দলে দলে নর নারী, ছেলে মেয়ে নিয়ে নগরে আস্‌ছে। নগরে আর লোক ধরে না। পিপড়ের সারের মত রাস্তা দিয়ে লোক চলেছে। সকল দোকানগুলিতে খরিদ্দারে ভরে গিয়েছে। মাঠে, ঘাটে নদীতীরে লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে। ছোট বড় নৌকাতে নদীর জল দেখা যায় না। নগরের বাহিরে, মাঠে, বাগানে, গাছতলায় গাড়ী, ঘোড়া, বলদে, উটে ভরে গিয়েছে। রাজার লোকে সব যায়গা দেখে বেড়াচ্ছে। চৌকিদার, সহর কোতোয়াল রাস্তায় রাস্তায় লোকজনের সুবিধার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাহারও যাহাতে কোন রকম অসুবিধা না হয়, সে জন্য রাজা তাঁহার কর্ম্মচারীগণকে আদেশ দিয়েছেন।

উৎসব

এখনও সকাল হয় নাই। নহবত বাজিতেছে। কত রকম বাজনা বাজ্‌ছে। আজ খুব ভোরে খোকা খুকীর ঘুম ভেঙ্গেছে। মা, বাবা, ভাই, বোন, পিসী, মাসী, মামা, মামী, চাকর, চাকরাণী সকলে ব্যস্ত হয়েছে। সূর্য্য না উঠ্‌তে উঠ্‌তে তেল, হলুদ, আমলা মেখে সকলে স্নান করেছে। ঘরে ঘরে ধূপ, ধূনা, প্রদীপ জ্বল্‌ছে। বাড়ী বাড়ী শাঁক, ঘণ্টা বেজে উঠেছে, মেয়েরা উলু দিচ্ছে। ছেলে মেয়েরা সেজে গুজে ভাল কাপড় পরে দাঁড়িয়েছে। বাড়ীর মেয়েরা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের চোখে কাজল পরিয়ে, কপালে টিপ দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। রোদ উঠেছে, সকলের বাড়ীর জানালায় ফুলের মালা ঝুল্‌ছে, ধূপের ধোঁয়া ঘরের ভিতর হতে, রাজ পথের উপর দিয়ে উড়ে উড়ে বাস বিলাতে বিলাতে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। কাতারে কাতারে

লোকজন খোকা খুকীদিগকে কোলে করে, উৎসব ক্ষেত্রের দিকে চলেছে। নগরটি বড় সুন্দর দেখিয়েছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাড়ীর সদর দোরে এসে দাঁড়িয়েছে। এক এক বার দৌড়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে মা বাপকে উৎসব দেখ্‌তে যাবার জন্য টানা টানি কর্‌ছে। নগরের লোক, কেহ হেঁটে যাচ্ছে, কেহ বা গাড়ীতে, কেহ বা পাল্‌কীতে, কেহ বা দোলায় চেপে যাচ্ছে। পুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ ঘোড়ায়, কেহ হাতীতে, কেহ উটে চেপে সাজগোজ করে চলেছে। অনেকে ছাতে, জানালার কাছে বসে রয়েছে। জনতা খুব বেড়ে উঠেছে।

রাজ-সমাগম

তারপর কি হল শোন, সে দেশের রাজা আজ প্রজাদের সঙ্গে উৎসব ক্ষেত্রে আগমন কর্‌বেন। সকলে রাজার দেখা পাবে। রাজাকে দেখ্‌তে পাবে বলে. বহু দূরদেশ হতে লোকেরা নগরে এসেছে। সোনার দেশের লোকেরা, রাজদর্শন করা বড় পুণ্যের কাজ, বলে মনে করে। সকলে রাজাকে প্রণাম কর্‌বে, দেখ্‌বে বলে যে রাস্তা দিয়ে রাজা রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে উৎসব দেখ্‌তে যাবেন, সেই রাস্তার দুধারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নগরের মধ্যে সেই রাস্তাটি খুব চওড়া। সকল নর, নারী, বালক, বালিকা, রাজবাড়ীর ফটকের দিকে তাকিয়ে আছে। একজন রাজসৈন্য, ঘোড়ায় চেপে রাজবাড়ী হতে বেরিয়ে, রাস্তার মাঝখান দিয়ে, উৎসব ক্ষেত্রের দিকে চলে গেল। শঙ্খ, সিংঙ্গা, তুরি, ভেরী দুন্দুভি বেজে উঠ্‌ল। সকলেই বল্‌ছে, এইবার মহারাজ আস্‌বেন।

রাজ-সমাগম
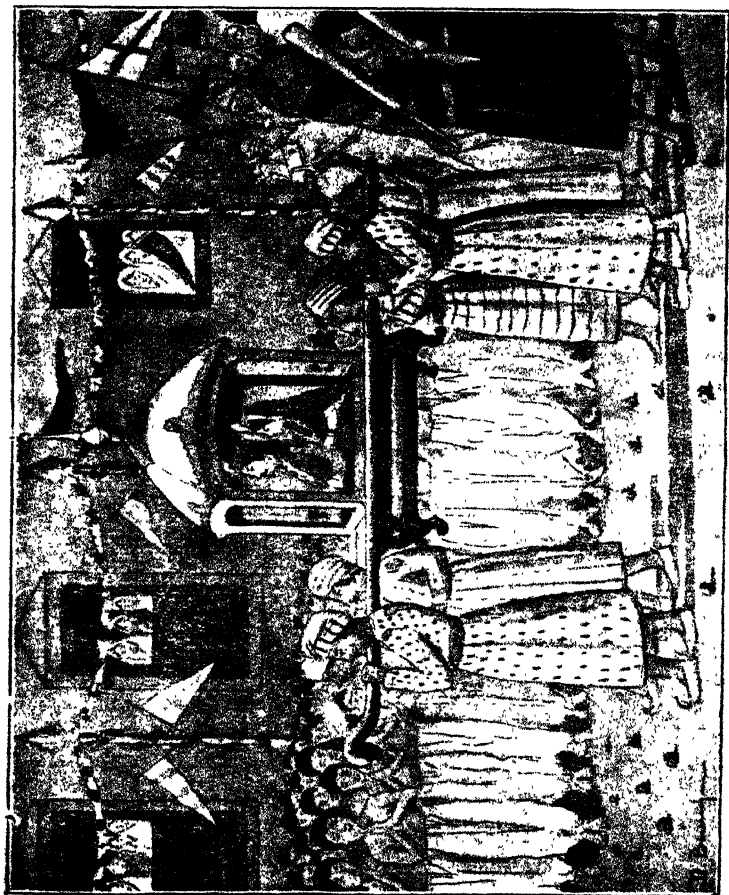
দেখ্‌তে দেখ্‌তে একদল ঘোড়শোয়ার খুব জাঁকাল পোষাক পরে, দড় বড় করে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। তারপর একদল পদাতিক সেনা, ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে চলে গেল। তার পর যারা বাজনা বাজাচ্ছিল তাদিগকে দেখা গেল। তাদের পেছনে কতকগুলি হাতী আস্‌ছে, হাতীর মাথা ও শুঁড়ে কত রকম রং দিয়ে কত চিত্র বিচিত্র করা হয়েছে। হাতীর পিঠ হতে, দুধারে মাটির উপর পর্য্যন্ত, কেমন সুন্দর কাপড় ঝুল্‌ছে। হাতীর পিঠে চমৎকার 'হাওদা'। হাওদার মধ্যে সেনাপতি, মন্ত্রী প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীরা বসে আছেন। সেই হাতীর মাঝখানে একটি সোনার 'চতুর্দ্দোল'। সেই চতুর্দ্দোলের মধ্যে সোনার দেশের রাজা ও রাণী বসে আছেন। দুধারে দুইজন দাসী চামর নেড়ে নেড়ে বাতাস কর্‌ছে। চতুর্দ্দোলের পেছনে রাজকুমার, রাজকন্যা ও অপরাপর রাজপরিবারগণ, কেহ পাল্‌কি, কেহ সুখাসন, কেহ আট ঘোড়ার গাড়ী, কেহ চার ঘোড়ার গাড়ী, কেহ বা হাতীতে চেপে চলেছেন। বাজনার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে ফেলে সকলেই চলেছে।

রাস্তার দুধারে যত লোক দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের নিকটে যেমন রাজ-চতুর্দ্দোল এসে পৌঁছাল অম্‌নি তারা, রাজা রাণীকে প্রাণ ভরে দেখে, মাটিতে মাথা নুইয়ে প্রণাম কর্‌তে লাগ্‌ল। রাস্তার ধারে, দলে দলে সোনার দেশের ছেলেরা দাঁড়িয়ে বেশ সুর করে গান ধরেছে, তারা যে গানটি গাচ্ছিল ঠিক সেই গানটি আমার মনে আছে। তোমাদিগকে বল্‌ছি শোন—

মোদের রাজা যায় রে।
সোনার দেশের সোনার রাজায়
দেখ্‌বি যদি আয় রে।
চতুর্দ্দোলে চড়ি হাতী ঘোড়া গাড়ি
মোদের রাজা যায় রে।
শিরে তাজ পরা রাজদণ্ড ধরা
মোদের রাজা যায় রে।
ভক্তি কর এসে হরি, রাজ বেশে
দেখ্‌বি যদি আয় রে।
দেশ শুদ্ধ লোকে ভক্তি করে যাঁকে
মাথা নোয়ায় পায় রে।
ভাগ্য ছিল ভাল সুপ্রভাত হল
দেখ্‌বি যদি আয় রে।

সোনার দেশের রাজা, সকল প্রজাকে দেখা দেবার জন্য ধীরে ধীরে উৎসব ক্ষেত্রে গমন কর্‌লেন। পশ্চাতে দলে দলে লোক-জন ময়দানের দিকে চলেছে। রাজা ও রাণী উৎসব ক্ষেত্রের সকলকার চেয়ে বড় তাঁবুতে গেলেন। অতবড় মাঠ লোকে ভরে গিয়েছে। যে দিকে দেখ্‌বে সেই দিকেই মানুষের মাথা কিল্‌ বিল্‌ কর্‌ছে দেখ্‌তে পাবে।

তৃতীয় অধ্যায়
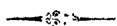
মল্লযুদ্ধ

রাজা ও রাণী, তাঁবুর মধ্যে যাবার আগেই, তার মধ্যে লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে। তোমরা সোনার দেশের বড় তাঁবু দেখনি। সে তাঁবুর মধ্যে অনেক যায়গা আছে। বস্‌বার জন্য থাক থাক করা মঞ্চ আছে। রাজা রাণীর বস্‌বার ভাল সিংহাসন আছে। স্ত্রীলোক ও পুরুষদের বস্‌বার পৃথক্‌ পৃথক্‌ যায়গা। ফুল, লতা, পাতা, ধ্বজ পতাকা, ছবি পুতুল দিয়ে গোটা তাঁবুর ভিতরটা সাজান রয়েছে। তাঁবুর ভিতরটা দেখ্‌তে খুব বড় একটা ঘরের মত। টবে করে কত রকমের গাছপালা, যায়গায় যায়গায় সাজান রয়েছে। খোকা খুকীরা তাদের মা বাপের কাছে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে তাঁবুর চারিদিক দেখ্‌ছে। এমন সময়, পাশের দোর দিয়ে রাজা ও রাণী সিংহাসনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। যতলোক তাঁবুর ভিতর ছিল, সকলে দাঁড়িয়ে মহারাজা ও মহারাণীকে সম্বর্দ্ধনা কর্‌লে। ছেলে মেয়েরা জোড় হাত করে প্রণাম কর্‌লে। রাজা ও রাণী সিংহাসনে বস্‌লে পরে, সকলে আপন আপন আসনে বস্‌ল। মৃদঙ্গ বীণা বেজে উঠ্‌ল।

এইবার সেই তাঁবুর মধ্যে কি হয়, তোমরা শোন্‌বার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়েছ দেখ্‌ছি। তোমরা যেমন 'তারপর কি হল' বলে শোন্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়েছ, সোনার দেশের খোকা খুকীরাও 'তারপর কি হবে' দেখ্‌বার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। কেবল তোমাদের মত ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে। তারপর কি হল শোন। সেই যে বড় তাঁবু, তার মাঝখান্‌টা খালি পড়ে আছে, মাটি খোঁড়া, ধূলার মত হয়ে আছে। সেই খোঁড়া মাটির চারিদিকে, বস্‌বার জন্য কাঠের ছোট ছোট চৌকি, সারদিয়ে সাজান রয়েছে। তার পাশেই মঞ্চের মাঝখানে একটি দোর আছে। দোরে লালরঙ্গের রেশমী পরদা ঝুল্‌ছে। সে দেশের সকলেই সেই রেশমী পরদার দিকেই তাকিয়ে আছে। তোমরা যদি সেখানে থাক্‌তে, তাহলে তাদের মত তাকিয়ে থাক্‌তে। ঐ দেখ, সেই লাল পরদাটি সরিয়ে কে সেই খোঁড়া মাটির উপর এসে দাঁড়াল। মাল কোঁচা পরা, কেমন গোল গাল চেহারা, গায়ে যেন হাতীর মত বল। ও কে তোমরা জান ? ওদিগকেই মল্ল বা পালোয়ান বলে। ঐ দেখ, এর মত আর একজন এলো। ঐ দেখ, আর এক জন। দেখ্‌তে

দেখ্‌তে বহু মল্ল এসে, আলাদা আলাদা চৌকির উপর পা ছড়িয়ে বসে পড়্‌ল।

তোমাদের মধ্যে হয়ত কেউ রামমূর্ত্তি, ডোরাস্বামী নামক পালোয়ানদিগকে দেখেছ। যারা দেখনি, তারা হয়ত নামও শুনেছ। হয়ত কেউ তাঁদের নামও শোন নি। সোনার দেশের মধ্যে ঐ রকমের, ওর চেয়েও ভাল, হাজার হাজার মল্ল আছে, তাদের মধ্যে কতক মল্ল, আজ এই মল্লভূমে এসেছে। তোমরা মল্লদের চেহারা দেখ্‌লে হয়ত ভয় পেতে। কিন্তু সোনার দেশের ছেলেরা মোটেই ভয় পায় নাই। তারা এক একটি মল্লকে দেখিয়ে তাদের বাপ, দাদাকে মল্লদের নাম, কোথায় ঘর, জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছে। কোন কোন খোকা, তার বাবাকে বল্‌ছে 'আমি মল্ল হব' তাদের বাবা বল্‌ছেন 'হবে বৈকি বাবা'। কয়েক জন ছোট ছোট ছেলে 'আমি মল্ল' 'আমি মল্ল' বল্‌তে বল্‌তে, আপনা আপনির মধ্যে কুস্তি আরম্ভ করে দিয়েছে। হঠাৎ তূরী, ভেরী, রামসিংঙ্গা, জয়ঢাক ও করতাল বেজে উঠ্‌ল। খোকারা কুস্তি ছেড়ে, বাদকগণের দিকে তাকিয়ে রইল। মল্লগণ তখন হাতে ধুলা তুলে নিয়ে, গায়ে মাখ্‌তে আরম্ভ করেছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাদের শরীর যেন ফুলে উঠ্‌ল। সকলে পুনরায় আপনাপন আসনে গিয়ে বসিবা মাত্র বাজনা থেমে গেল। এমন সময়ে মল্লগণের ভিতর থেকে একজন মল্ল, নিজের উরুতে জোরে চাপড়-মেরে লাফিয়ে দাঁড়াল। বার কয়েক এদিক ওদিক পায়চারি করে, বুক ফুলিয়ে, মাঝখানে দাড়িয়ে বল্‌লে—"আমার নাম

মল্লযুদ্ধ

'জীমূত মল্ল' কত রাজারাজড়ার মল্লভূমে, কত মল্লকে হারিয়ে দিয়েছি, তার হিসাব রাখি নাই। আজ আমি, এই মল্লভূমে দাঁড়িয়ে এই সব মল্লদিগকে ডেকে বল্‌ছি, যদি কারও শক্তি থাকে, উঠে এস। আমার সঙ্গে কুস্তি কর। আমাকে হারাতে পাল্‌লেই বুঝব, সে একজন বীর। কে আমার সঙ্গে লড়্‌তে চাও উঠে এস।" এই কথা বলেই, দুচারটা ডিগ্‌বাজি দিয়ে, বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। দর্শকগণ সকলেই জীমূতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল! ছেলেরা বল্‌তে লাগ্‌ল 'লড়াই কখন হবে!' সেখানে যত মল্ল ছিল, কেহই জীমূতের সঙ্গে লড়াই করতে উঠ্‌ল না। সকলে মাটির দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

তারপর রাজা দেখ্‌লেন যে, জীমূত মল্ল কেবল কথাতেই মল্ল-সমাজকে হারিয়ে দিলে। কুস্তি আর করতে হল না। মল্লগুলো ভয় পেয়ে মাথা হেঁট করে বসে আছে। রাজা তখন তাঁর একজন পাচককে ডাক্‌লেন। ডেকে বল্লেন—"দেখ বল্লব? তোমার চেহারা দেখে আমার মনে হচ্চে, যে, তুমি জীমূত মল্লকে হারাতে পার্‌বে। যদি পার ত দেখ, আমার মল্লসমাজ হেরে গেছে। দেখ তুমি যদি, আমার মান রাখ্‌তে পার?" বল্লব, রাজার আদেশ পেয়ে ভারি খুসি হল। লাফিয়ে মল্লভূমে পড়্‌ল। তোমরা দেখ। সোনার দেশের একজন পাচকও বীর! বল্লব হেল্‌তে দুল্‌তে জীমূতের কাছে গিয়ে হাতে হাত দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করে বল্‌ল—"ভাই জীমূত, আমি তোমার সঙ্গে কুস্তি করব, রাজি আছ ত?" জীমূত বল্‌ল, "রাজি আছি বৈকি!"

দর্শকগণের মধ্যে আনন্দ ধ্বনি উঠ্‌ল। যেমন জীমূত, তারমত বল্লব, বেশ জোড়া মিলেছে। ছেলে মেয়েরা ভারি খুসি হল।

তূর্য্য, দগড়, কাড়া বেজে উঠ্‌ল। জীমূত ও বল্লবে কুস্তি আরম্ভ হল। দুজনায় ঠেলাঠেলি, হুটোপাটি, ধাক্কাধাক্কি, পায়ে পায়ে, হাতে হাতে জড়াজড়ি, মাথায় মাথায় ঢুঁ মারামারি, তাল ঠোকা-ঠুকিতে, চটাচট্‌ শব্দ উঠ্‌ল। একবার জীমূত পিছিয়ে যায়, একবার বল্লব এগিয়ে আসে, একবার জীমূত এগিয়ে আসে, বল্লব পিছিয়ে যায়। তাদের দুজনার হুটোপাটিতে সেখানকার মাটি চষা মাটির মত হয়ে গেল। ছেলে মেয়েরা চুপ করে, মল্ল দুজনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। দর্শকগণের মুখে কথা নাই, চক্ষে পলক পড়ে না, সকলেই অবাক্‌ হয়ে কুস্তি দেখ্‌ছে।

ঐ বুঝি বল্লব হেরে যায়! এবার পড়্‌তে পড়্‌তে সাম্‌লে গেল। যে জোরে এবার বল্লব, জীমূতকে ঠেলে নিয়ে যাচ্চে, আর জীমূত পার্‌লে না। ঐ কাত হয়েছে, পড়ল বুঝি, না এবার পড়ল না। বল্লবের পায়ে পা দিয়ে, জীমূত যে রকম করে দাঁড়িয়েছে, তাতে আর রক্ষা নাই। বাঃ! বাঃ! কি আশ্চর্য্য! বল্লব একটা পাক দিয়ে জীমূতের হাত ছাড়িয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। এইবার জীমূত লাফিয়ে গিয়ে বল্লবকে ধর্‌লে। হো, হো, হো, বল্লব পায়ে করে জীমূতের পায়ে ধাঁ করে যেমন মার্‌লে, অমনি জীমূত তাল সাম্‌লাতে না পেরে, ডিগ্‌বাজীখেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। খোকা খুকীরা হাততালি দিয়ে খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠ্‌ল।

জীমূত লাফিয়ে উঠে, দুহাত বাড়িয়ে যেমন বল্লবকে ধর্‌তে যাবে, বল্লব অম্‌নি একটু এগিয়ে এসে, জীমূতের হাত দুটো ধরে, জোরে টেনে নিয়ে বুকের উপরে ফেল্‌লে। তারপর লোহার মত দুটো হাত দিয়ে, যত পার্‌লে জীমূতকে চেপে ধর্‌লে। সেই চাপনে জীমূতের নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল। জীমূত হাঁপিয়ে উঠে, যেমন বল্লবের হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা কর্‌লে, বল্লব অম্‌নি ঠিক্ সেই অবকাশে, জীমূতের বাহুমূল ধরে, শূন্যে তুলে, ঘানিগাছের মত বার কয়েক ঘুরিয়ে, ছুড়ে মল্লভূমে ফেলে দিলে। জীমূত আর উঠ্‌ল না।

খোকা খুকীরা আনন্দে চীৎকার করে লাফাতে লাগ্‌ল। আর আর সকলে আনন্দে কোলাহল করে উঠ্‌ল। চারি-দিক হতে ফুলের মালা, বৃষ্টির মত মল্লভূমির উপর পড়্‌তে লাগ্‌ল, কত মালা বল্লবের গলায় পড়্‌ল। সোনার দেশের সেই রাজা, গরীবদিগকে ধন দান করবার জন্য আদেশ দিলেন। স্বয়ং রাজা বল্লবকে সম্মান করে কাছে বসালেন। দর্শকমণ্ডলী বল্লবের গুণগান কর্‌তে কর্‌তে খোকা খুকীকে কোলে করে চলে গেল। আমার এ গল্পটি ফুরাল।

সিংহ মানবে যুদ্ধ

সে যে ছিল সোনার দেশ। সে দেশের ছিল এক রাজা। সে যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল অনেক প্রজা। সে যে ছিল সব প্রজা, তাদের ঘরে ছিল খোকা আর খুকী। তার পর শোন, সোনার দেশের অদ্ভুত কথা। তোমাদের মনে আছে—সেই মল্লযুদ্ধের কথা! এখন শোন, আবার সিংহে মানুষে যুদ্ধের কথা। সে গল্পের চেয়ে এ গল্পে আমোদ বেশী পাবে। সে ছিল মানুষে মানুষে কুস্তি। এইবার বল্‌ব সিংহে মানুষে কুস্তি। কোন্‌ গল্পটা সরেশ বল দেখি?

তোমরা কি শুনেছ, এথেন্‌স ও রোমে সিংহে মানুষে যুদ্ধ হত? গ্যালারিতে বসে রাজা, প্রজা, খোকা খুকী সকলে মিলে সেই ভয়ানক যুদ্ধ দেখ্‌ত। সেখানকার সিংহ মানবের যুদ্ধে, সিংহের কাছে মানুষটাই পরাজিত হত, আর প্রাণ হারাত।

কিন্তু সোনার দেশের যুদ্ধে, সিংহটাই মানুষের হাতে মারা পড়ত। এখন শোন, কি রকম করে কোথায় সিংহে মানবে যুদ্ধ হত।

সোনার দেশের খোকা খুকীরা, যেখানে বসে সেদিন মল্লযুদ্ধ দেখেছিল, সেখান থেকে খানিকটা দূরে, সেই বড় মাঠের মাঝখানের খানিকটা যায়গা ইটের পাঁচির দিয়ে, খুব উচু করে, আধখানা চাঁদের মত ঘেরা ছিল। সেই উচু পাঁচিরের উপর বারাণ্ডা ছিল। সেই বারাণ্ডাটার অনেক থাম। ভিতরে বস্‌বার জন্য কাঠের মঞ্চ, থাক থাক সিঁড়ির মত করে সাজান। বারাণ্ডাটি ফুলের মালায় বেশ পরিপাটি করে সাজান রয়েছে। সেই ঘেরাঘোরা যায়গার মাঝখানে, খুব উচু মোটা একটা পাথরের স্তম্ভ পোতা ছিল। সেই স্তম্ভের মাথা হতে, ফুলের মালা ও পতাকার মালাগুলি, বারাণ্ডার প্রতি থামের মাথায় বাঁধা আছে। বারাণ্ডায় যাবার জন্য, পেছনে অনেকগুলি দোর আছে। এক একটি দোর দিয়ে, বারাণ্ডার এক এক অংশে যাওয়া যায়। সেই বারাণ্ডার একদিকে রাজারাণী ও রাজবাড়ীর লোকজনের বস্‌বার যায়গা আছে। সেই ঘেরা যায়গায়, সিংহে মানুষে লড়াই হবে। আর যারা দেখ্‌বে, তারা ঐ উচু বারাণ্ডায় বসে বসে দেখ্‌বে। সিংহে মানুষে লড়াই দেখ্‌বার জন্য, বারাণ্ডা লোকে পূর্ণ হয়ে গেছে। খুকীরা আর খোকারা, তাদের মা বাপের কাছে গিয়ে বসেছে। তখন রাজারাণী আসেন নাই। তূর্য্যধ্বনি শোনা গেল। রাজারাণী যে দোর দিয়ে এসে বস্‌বেন, দর্শকমণ্ডলী সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

সিংহ মানবে যুদ্ধ
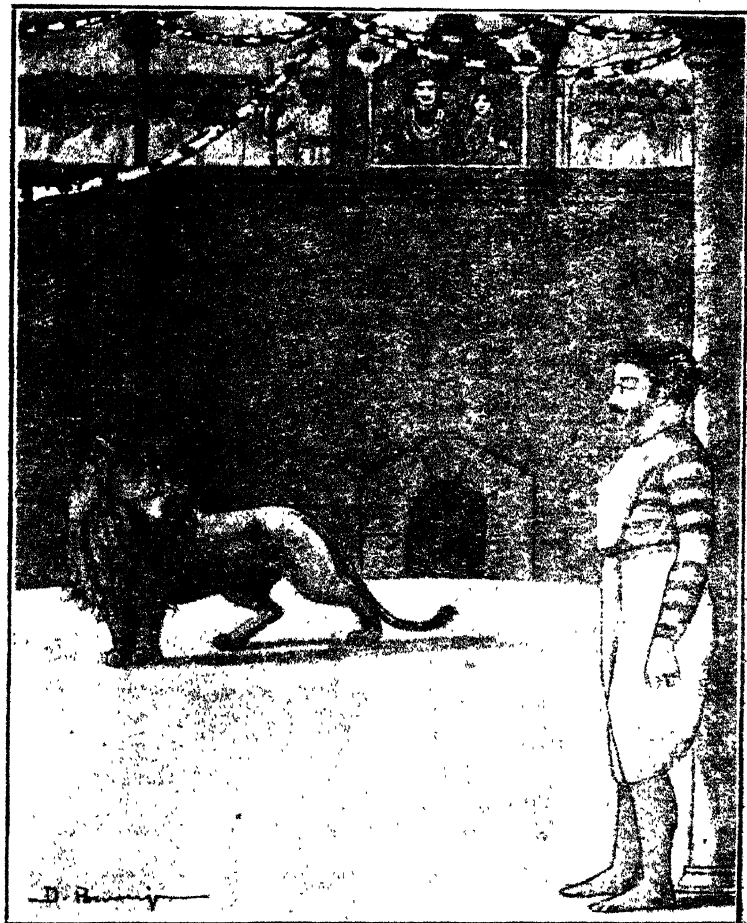
দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাজারাণী সেই দোর দিয়ে বারাণ্ডার মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন। তাঁদের মাথায়, একজন একটা বড় শাদা ছাতা ধরে আছে, দুজনা দুদিকে চামর দিয়ে বাতাস কর্‌ছে। তাঁরা হাস্‌তে হাস্‌তে সিংহাসনের নিকটে এসে দাঁড়ালেন। দর্শকগণ সকলে দাঁড়িয়ে রাজারাণীকে সাদর সম্ভাষণ করে, রাজারাণীকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। রাজা, হাসিমুখে সকলকে অভয় দিয়া বসিলেন। খোকা খুকীরা 'আমাদের রাজা, আমাদের রাণী,' বলে নাচ্‌তে লাগ্‌ল।

আর একবার ভেরী বেজে উঠ্‌ল। সকলে সিংহ দেখ্‌বার জন্য, সম্মুখে নীচের দিকে তাকাল। দিন কয়েক হল, রাজার লোকে, বন হতে একটা প্রকাণ্ড সিংহ ধরে এনেছিল। রাজার পশুশালায়, লোহার খাঁচায় সেটা আবদ্ধ ছিল। সেই সিংহটার সঙ্গেই আজ একটা লোক মল্লযুদ্ধ খেল্‌বে। ঐ পাঁচিরের গায়ে. ভিতর দিকে, একটা লুকান ছোট দোর ছিল। কে সেই দোর খুলে দিয়েছে। সিংহটা দোর খোলা পেয়ে, এক লাফে বেরিয়ে পড়েছে। বেরিয়ে পড়েই, মেঘ ডাকার মত ডেকে উঠেছে। সোনার দেশের ছেলে মেয়েরা, সিংহটার লম্ফঝম্ফ দেখে, ভারি খুসী হয়েছে। তোমরা হলে, হয়ত ভয়ে কাপড়ের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফেল্‌তে।

সিংহটা যে দিকে তাকায় সেই দিকেই মানুষ। সে পাঁচিরের ধারে ধারে একবার ঘুরে এল। লাফ্‌দিয়ে মানুষ ধরার ফন্দি করে সে ঘুর্‌লে, ঘুরে ঘুরে বুঝলে, মানুষগুলো তার অধিকারের অনেক উঁচুতে রয়েছে। এক লাফে কিছুতেই ধর্‌তে

পারবে না বুঝে, ঘেরা যায়গার এক পাশে বসে, তাকিয়ে তাকিয়ে চারিদিকের মানুষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার দাঁড়াল। কি জানি, কি মনে ভেবে ফের বসে বসে লেজ নাড়্‌তে আরম্ভ করলে। দুবার দাঁত বার করে হাই তুললে। তারপর লম্বা জিভ্‌ দিয়ে অধর ওষ্ঠ কয়েকবার চাটলে। তারপর কুকুরের মত হাঁ করে, জিভ্‌ বার করে, মানুষের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, হাঁপাতে লাগ্‌ল।

এত বড় সিংহ তোমরা দেখনি। আর একবার ভেরী বেজে উঠ্‌ল। কোন একটা লুকান দোর খুলে, লোহার জালের জামা গায়ে দিয়ে, খালি হাতে একটী বীর পুরুষ ধীরে ধীরে, সিংহের দিকে সম্মুখ হয়ে পাথরের থামে পিঠ রেখে দাঁড়াল। সিংহটা তাকে প্রথমে দেখ্‌তে পায়নি।

দর্শকগণ, সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগল। সেই বর্ম্মপরা বীরপুরুষটি, অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে, কাঠের পুতুলের মত একদৃষ্টে সিংহের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সিংহটা যেমন ঘুরে বসে অপর দিকে তাকাবে, অম্‌নি সেই লোকটিকে দেখ্‌তে পেয়ে, গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াল। সিংহের লোলুপ চঞ্চল দৃষ্টি আর কোন দিকে না পড়ে, সেই বীরের উপর পড়্‌ল। সেই মল্লরাজ চোখের পলক না ফেলে, কট্‌মট্‌ করে একদৃষ্টে সিংহটার চোকে চোকে তাকিয়ে রয়েছে। ঠিক্‌ যেন একটি কাঠের পুতুল, নড়েও না চড়েও না। সিংহটার দৃষ্টি ঐ লোকটির চখে চখে রয়েছে। সিংহও পলক ফেল্‌ছে না।

কেমন মজা ! সিংহটা, সম্মুখে মানুষ দেখে মনে মনে ভারি খুসী হয়েছে। ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাবার ইচ্ছাটা, সিংহের মনে মনে খুব প্রবল হয়েছে। কিন্তু যে মানুষটা তার সুমুখে ঐ দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটা কাঠের পুতুল কি মানুষ, তা সে বেশ চিন্‌তে পেরেছে। তোমরা কি গল্পে শোননি, 'আঁউ মাঁউ চাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ।' সিংহটা মানুষের গায়ের গন্ধে পাগল হয়ে উঠেছে। তার জিভ্ দিয়ে লাল গড়িয়ে পড়্‌ছে। কেন লাল গড়িয়ে পড়্‌ছে, বল্‌তে পার ?—মানুষ খাবার লোভে।

সিংহটা কিন্তু ধীরে ধীরে, ঐ লোকটির কাছে এগিয়ে যেতে লাগ্‌ল। সিংহ যেখানে ছিল তার কাছ হতে, ঐ থামের কাছে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল, সে যায়গাটা প্রায় একশ হাত দূর হবে। খুব ধীরে ধীরে সিংহ যাচ্ছে। মানুষটি কিন্তু কাঠের পুতুলের মত একদৃষ্টে কট্‌মট্‌ করে, সিংহের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। হাত পা তার কিছুই নড়্‌ছে না, চোখের পলকও পড়্‌ছে না। তোমরা হয়ত মনে করছ, সিংহের ভয়ে, লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। তা হয় নি, এখনি একটু পরেই মজা দেখ্‌তে পাবে।

সিংহটা অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে, থম্‌কে দাঁড়াল, তারপর বসে পড়্‌ল। দেখে মনে হল, সিংহটাই যেন ভয় পেয়েছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে, সিংহটার চোখ টাটিয়ে উঠ্‌ল! ঐ দেখ সিংহটা চোখের পলক ফেঁলে, দাঁত বার করে হাই তুল্‌লে। জিভ্ বার করে অধর ওষ্ঠ চাট্‌লে। ল্যাজটা মাটিতে আছ্‌ড়াতে লাগ্‌ল। দেখ ! দেখ ! কেমন 'থাবাগেড়ে' বসেছে।

দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে, সকলে বলাবলি করতে লাগল, "সিংহটা এইবার লাফিয়ে লোকটার ঘাড়ে পড়্‌বে। সিংহটার যে রকম চেহারা দেখ্‌ছি, লোকটা এর হাতে মারা পড়্‌বে। নিশ্চয় মারা পড়্‌বে।" ছেলে মেয়েরা একথা শুনে ভারি দুঃখিত হল। তাদের ইচ্ছা নয় যে, লোকটা মারা পড়ে। এখন তোমরা বল দেখি, ঐ সোনার দেশের খোকা খুকীদের মত, তোমাদের মনের ভাব ঠিক্ মিল হচ্ছে কি না ?

দেখ ! যদি ঐ লোকটা সিংহের জোরে না পারে, আর হেরে যায়, তা হলে এখনি ঐ লোকটার গলার নলী ছিঁড়ে, সিংহটা রক্ত চুষে খাবে। আহা ! লোকটা নিশ্চয় কি মরবে ! সোনার দেশের খুকীরা, তাদের মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে ঐ লোকটা ও সিংহটাকে দেখ্‌ছে, আর বল্‌ছে,—"হাঁ মা ! ঐ বীর, সিংহটাকে মেরে ফেল্‌বে নয় !"

ঐ দেখ, সিংহটার লেজ নাড়া থেমে গেছে। ধীরে ধীরে চার খানা পা, এক জায়গায় জড় কর্‌লে। আর দেরি নাই, এখনি লাফিয়ে মল্লের উপর পড়্‌বে। সিংহের চারখানা পায়ে বড় বড় ধারাল নখ আছে। সেই নখগুলাদিয়ে এখনি লোকটার শরীর ছিঁড়ে ফেল্‌বে। আর দেখ্‌ছ ওর মুখের ভিতর বড় বড় দাঁত। সেই যখন হাই তুলেছিল তখন সিংহের দাঁত দেখেছ। সেই দাঁত দিয়ে এখনি মাথায় কামড়ে ধর্‌বে। হায় ! হায় ! লোকটা বুঝি আর বাঁচে না।

লোকটি বুঝ্‌তে পার্‌ছে যে, সিংহ এখনি তার উপর লাফিয়ে

পড়্‌বে! তবুও নড়ে না, তবুও ত চোখের পলক ফেল্‌ছে না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেই রকমই দাঁড়িয়ে আছে। ওর প্রাণে কি ভয় নেই!

ঐ সিংহটা লাফাইল। কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন! মাটি, ঘর সব যেন কেঁপে উঠ্‌ল। দেখ! দেখ! ঐদিকে চেয়ে দেখ! যেমন সিংহটা লোকটার ঘাড়ে পড়্‌বার জন্য লাফিয়েছে, অম্‌নি চট্‌করে লোকটা দুপা এগিয়ে এসে, দুহাতে সিংহের লেজটা জাপ্‌টে ধরে, কুমারের চাকের মত সিংহটাকে ঘুরাতে আরম্ভ করেছে। দেখ! দেখ! ঐ মল্ল কেমন অতবড় সিংহটাকে, বন্‌ বন্‌ করে শূন্যে পাকে পাকে ঘুরাচ্ছে!

যত লোক মঞ্চের উপর বসে, সিংহ মানুষে লড়াই দেখ্‌ছিল, তারা সকলেই অবাক্‌ হয়ে এক দৃষ্টে দেখ্‌ছে। ছেলে মেয়েদের মুখেও কথা নাই। সকলেই মল্লের শিক্ষাকৌশল দেখে চমৎকৃত হয়ে গেছে। সিংহটা শূন্যে ঘুরছে, মানুষ খাবার লোভটা এখন তার উড়ে গেছে, এখন প্রাণে বাঁচ্‌লে হয়। ঐ দেখ, মল্ল ঘুরাতে ঘুরাতে সিংহের মাথা লক্ষ্য করে, পাথরের থামে ঠুকে দিলে! উঃ সিংহটার মাথা ফেটে ফিচ্‌কারী দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সিংহটা একবার ডেকে উঠ্‌ল। এ গর্জ্জনটা তেমন জোরাল নয়! ঐ সিংহটার লেজটা ছেড়ে দিল। উঃ সিংহটা ধপাস করে, দূরে ঠিক্‌রে পড়ে গেল! দুইবার তিন বার উলট পালট খেয়ে, গড়িয়ে অনেক দূরে গিয়ে স্থির হল। সিংহটা আর নড়ে না। একেবারে মরে গেছে।

দর্শকগণ দাঁড়াল, খোকা খুকীরা দাঁড়াল। চারিদিক হতে ধন্য! ধন্য! রব উঠ্‌ল। ছেলে মেয়েরা হাততালি দিতে দিতে নাচ্‌তে লাগ্‌ল। তুমি সোনার দেশের বীর, তুমি ধন্য! ধন্য তোমার পরাক্রম! ধন্য তোমার বাহুবল! ধন্য তোমার অদ্ভুত শিক্ষা!

মঞ্চের উপর হতে, নর নারীগণ ফুলের মালা মল্লের উপর বৃষ্টির মত ছুড়ে ফেল্‌তে লাগল। রমণীগণ আপনাপন কণ্ঠহার খুলে বীরের উদ্দেশে নিক্ষেপ কর্‌ল। ছেলে মেয়েরা ফুলের তোড়া ছুড়ে ফেল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। মহারাজ স্বয়ং আপনার কণ্ঠের হীরার হার, মল্লের গলায় পরিয়ে দিলেন। মহারাণী একছড়া 'শতেশ্বরী' হার রাজার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, 'আমার এই পূজা বীরের জন্য'। সোনার দেশের বীরনারীগণ, ব্রহ্মার নিকট মল্লের ন্যায় বীর পুত্র কামনা করিয়া গৃহে গমন কর্‌লেন। তূরী, ভেরী, দুন্দুভি বেজে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার কথাটিও ফুরাল।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্রীড়া-চক্র

তোমাদের মধ্যে অনেকে 'সার্কাস' দেখেছ। আবার অনেকে দেখ নাই—কেমন ? সেই যে সোনার দেশ, সে দেশে সার্কাসের মত আমোদের খেলা হত। সোনার দেশের লোকে 'সার্কাস' বল্লে কিছু বুঝ্তে পার্ত না। সে দেশের লোকে ঐ রকম খেলাকে কি বল্ত, সে নামটা আমার ঠিক মনে পড়্ছে না। বোধ হয় "ক্রীড়া-চক্র" বল্ত। "ক্রীড়া-চক্র" দেখ্বার জন্য সোনার দেশের লোকদিগকে, টাকা খরচ করে, দেখ্তে হত না। সে দেশের রাজার খরচে খেলা দেখান হত। সোনার দেশের ছেলে মেয়েরা সে খেলা দেখ্তে যেত।

সোনার দেশের "ক্রীড়-চক্রে" কি কি খেলা দেখান হত, তা তোমাদিগকে সংক্ষেপে বল্‌ছি শোন। বড় বড় ষাঁড়ের লড়াই হত, ষাঁড় নাচ্‌ত। ঘোড়দৌড় হত, ঘোড়ার নাচ হত। মেড়ার লড়াই হত। কুক্কুট শাবকের যুদ্ধ হত। আর হত সাপের খেলা আর পুতুল নাচ। ভেল্কীবাজীর কথা শুনেছ কি? সে দেশে সেই বাজী-খেলা হত। মেয়েরা বল খেল্‌ত। ছেলেরা দল বেঁধে ফুটবল বা 'রাগ্‌বী' খেলার মত, বড় বড় বল নিয়ে "বীটা" খেলা করত। কত রকমের মুখোস্‌ পরে নাচ্‌ত। আবার থিয়েটারের মত শেষে নাটকের অভিনয় করত। কেমন মজার দেশ বল দেখি? আমি সেদেশকে বড় ভালবাসি! তোমাদের কি সেদেশকে ভালবাস্‌তে ইচ্ছা হয় না? আবার কত রকম যে গান বাজনা হত তা আর কি বল্‌ব। এখন বল দেখি, তোমরা কিসের গল্প শুন্‌তে চাও? ষাঁড়ের গল্পটা কি আগে বল্‌ব? আচ্ছা তাই বল্‌ছি। মন দিয়ে শোন।

ষাঁড়ের গল্প

তোমরা কি এক জায়গায়, পাঁচ-ছয়-শ গরু বাছুর থাক্‌তে দেখেছ? নিশ্চয় তা দেখ্‌তে পাওনা। সোনার দেশে, এক জায়গায় হাজার গরুও থাক্‌ত। সে যে ছিল সোনার দেশ, সে দেশে গরু চর্‌বার জন্য, ঘাস ভরা বড় বড় মাঠ, গাছ ও লতা-পাতা ভরা বড় বড় বন আর খাল বিল ছিল।

সে দেশের গরুর পাল, খোলা মাঠে, রোদ বাতাসে, মাঠের টাট্‌কা মিষ্টি ঘাস খেত, নদী, খাল, বিলের পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল পান করত। গাই গুলো, কেঁড়ে ভরে ভরে দুধ দিত। সেই দুধ সোনার দেশের সকলে পেটভরে খেত। দুধ হতে সর হত, ননী হত, ঘি হত, ক্ষীর হত, দৈ হত, ঘোল হত। সোনার দেশের ছেলে মেয়েরা, তোমাদের মত পচা তেলে বা ভেজাল্ ঘিয়ে ভাজা

খাবার খেত না। ক্ষীর, ছানা, সর, খেয়েই তাদের পেট ভরে যেত। তাই তারা, বড় হয়ে সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে পারত।

নগর হতে অনেকটা দূরে ঘাসভরা মাঠে, জলের ধারে, গোয়ালারা গরুর পাল রাখত। যেখানে গরুর পাল থাকে, সে দেশের লোকে, সেই জায়গার নাম "বাথান" বলে। সেই 'বাথান' থেকে, ভারে ভারে দুধ নগরে আনত। রাজার অনেক গরু এক সঙ্গে 'বাথানে' থাকত। গৃহস্থদেরও গরুর 'বাথান' ছিল। বাথানে যারা গরু চরাত তারা 'গোপ'। অনেক 'গোপের' হাজার গরু ছিল। যেখানে খুব ঘাস, যথেষ্ট জল এবং কাঠের অভাব নাই, সেইখানে 'গোপগণ' বাস করত। ঘাস ফুরালেই, আবার সেখান থেকে আলাদা জায়গায় গরুর পাল নিয়ে যেত। গোপগণের ঘর-কন্না, ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, আত্মীয় বন্ধু সকলেই সেই বাথানে থাকত। যেখানে তারা কিছু দিন বাস করত, সেইখানে ছোট ছোট কুঁড়েঘর তৈরি করত। ঘরের মধ্যে, সিকে টাঙ্গিয়ে তা'তে ঘি, সর, ননী ভাঁড় ভরে ভরে রাখত। আর তাদের গরুর গাড়ীগুলো কুঁড়ের কিছু দূরে, বেড়ার মত চারিদিক ঘিরে রেখে দিত। যেখানে তারা এই রকম করে থাকত, তার পূর্ব্বদিকে তুঁষের ধোঁয়া করত। এই রকম অস্থায়ী গয়লা পাড়াকে, সোনার দেশের লোকে "ব্রজ" বলত। আর যারা ঐ ব্রজে বাস করত তাদিগকে "ব্রজবাসী" বলে ডাকত। ব্রজের ছেলেরা গরু চরাত, আর বনে বনে, মাঠে মাঠে খেলে বেড়াত। ক্ষীর, সর, ননী 'সিকে' করে সঙ্গে নিয়ে যেত, আর সেখানে গিয়ে গাছে ঝুলিয়ে রাখত। খিদে পেলে

ঐ সব খেত, আবার সে দেশের বনের মধ্যে অনেক ভাল ভাল ফল হত। সেই সব পাকা ফল পেড়ে মনের সুখে খেত। সেই জন্য সে দেশের রাখাল ছেলেরা ভারি পালোয়ান হত। অসুখ বিসুখ কখন তাদের হত না। ব্রজের রমণীগণ, ভোরে উঠে দুধ হতে ননী তুলত, ঘি করত, দৈ দুধ নিয়ে মাথায় করে গ্রাম, নগর পল্লী মধ্যে বিক্রয় করতে যেত।

গোপদিগকে 'ঘোষ' বলত। তাহাদের পল্লীকে, ঘোষ-পল্লীও বলত। গোপেরা দুধ দুইত।

তোমরা হয়ত জান না যে, গরু গোপেদের কথা শুনে। সে দেশের সকল গরুরই নাম আছে। গোপেরা গরুর নাম রাখে। গাই দোবার সময়, যে গাইটার নাম করে ডাকবে, অমনি সেই গাইটি বাছুর সমেত এক সঙ্গে দাঁড়াবে। ব্রজবাসী গোপেরা গাই, বাছুর ও ষাঁড়গুলিকে অনেক রকম কৌশল শেখায়। ইসারায় তাদের গরু অনেক কথা বুঝে নেয়। গোপের কথায় ষাঁড় দৌড়ায়, চুপ করিয়া দাঁড়ায়, ঘাস খায়। নদী, খালে জল খেতে যায়। শুতে বললে শুয়ে পড়ে। ষাঁড়গুলা ভারি দুষ্ট। ভারি একগুঁয়ে হয়। গোপেরা কিন্তু সে সব ষাঁড়গুলাকে সুবোধের মত করে তোলে। দুষ্টামি করলেও যেমন তাদের শিক্ষক গোপ এসে ধমকায়, অমনি সব দুষ্টামি ভুলে, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তোমরা হয়ত দেখেছ, সৈন্য বা পুলিশের লোকে যখন 'প্যারেড' করে, তখন তাদের সর্দ্দার, কতকগুলি সংক্ষিপ্ত কথা বলে থাকে। এক এক কথায়, এক এক রকম কাজ হয়।

গোপগণ তাদের দুষ্ট ষাঁড়গুলাকেও, ঐ রকম কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য কথা বলে, অনেক রকম হাবভাব শেখায়। গোপেদের সেই সব কথা, গোপ ছাড়া আর কেহ বুঝ্‌তে বা বল্‌তে পারে না। সেই জন্য ঐ ভাষাকে সোনার দেশের লোকে "গোপ-ভাষা" বলে থাকে।

যখন ব্রজবাসী গোপগণ, বড় বড় দুষ্ট ষাঁড় গুলাকে নিয়ে, রাজার "ক্রীড়া-চক্রে" এসে, নানান্ রকম খেলা, নানান্ রকম কৌশল দেখায়, তখন তারা তাদের "গোপ ভাষা" বলে ষাঁড়দিগকে নাচায়, দৌড়ায়, ঘাস খাওয়ায় এই রকম কত কি করে। এখন ষাঁড়ে মানুষের কৌতুক-যুদ্ধের কথা শোন, ভারি আমোদ পাবে।

বৃষগুলা ভারি কলহপ্রিয়। বৃষে বৃষে দেখা হলেই, মল্ল-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। খানিক্‌টা জায়গা বাঁশের খুঁটো পুতে, খুব শক্ত করে ঘেরা আছে। সেই ঘেরা জায়গার মধ্যে যাবার জন্য একটি দরজা আছে। কতকগুলা বলিষ্ঠ বৃষ তার মধ্যে রয়েছে। তারা পরস্পর গুঁতো গুঁতী করছে। বৃষগুলার শিং তেল মাখান, কপালে খানিকটা গিরিমাটি গোলা লাল রং মাখান। গা-ময় গোল গোল ছাপ দেওয়া। ঘেরার মধ্যে কেবল ছুটো ছুটি, হুটো পাটি করে বেড়াচ্ছে। কোনটা লেজ তুলে, মাথাটা উঁচু করে দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

কোন কোনটা, সম্মুখের ডান পা দিয়ে মাটি খুঁড়্‌ছে, আর মাথা নীচুকরে 'হোঁকা হোঁকা' রবে ডাক্‌ছে। ঐ দেখ, একজন বলিষ্ঠ যুবা, মালকোঁচা কাপড় পরে, হাতে কতকগুলা ফাঁসদড়ী

নিয়ে, বেড়ার উপর হ'তে লাফিয়ে বৃষগুলার মধ্যে পড়্‌ল। কি মজা! ঐ যুবক কোন ষাঁড়ের পিঠে, কারও পেটের নীচে দিয়ে, কেমন লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে দেখ! কোনটার লেজ ধরে টেনে, কোনটার শিং ধরে মাথাটা নেড়ে দিয়ে, বৃষগুলার ভিতরে ভিতরে কেমন দৌড়ে বেড়াচ্ছে! বৃষগুলা ভারি রেগে উঠেছে! ঐ দেখ, ঐ যুবককে শিং দিয়ে গুঁতোবার জন্য কেমন তাড়া করেছে। ঐ বড় শিং ওয়ালা বৃষটা, এখনি যুবককে গুঁতোবে। এই বুঝি গুঁতুলে! না না—পারলে না। কেমন মোচড় দিয়ে, ঐ ষাঁড়টার পেটের নীচে দিয়ে ঐ দেখ, অনেক দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে! ঐ দেখ, লাফ্‌দিয়ে ঐ বৃষটার পিঠে পা দিয়ে, ঐ বৃষটার পিঠে চলে গেল! বৃষগুলা, এবার কিন্তু ভারি রেগে উঠেছে। সব্‌গুলা এবার তাড়া করেছে। হো! হো! পার্‌লে না, পারলে না, বৃষগুলার পিঠের উপর দিয়ে কেমন দৌড়ে চলেছে!

দেখ! দেখ! ঐ বড় বৃষটা, যুবককে বড় জোরে তাড়া করেছে। এবার সাম্‌লাতে না পার্‌লে, পেটচিরে নাড়ীভুঁড়ী বার করে দেবে। পার্‌লে না, পার্‌লে না, বড় কাছে গিয়ে পড়েছে। বাঃ! কি আশ্চর্য্য! হাতের একগাছা ফাঁসদড়ী দিয়ে, ঐ ষাঁড়টার শিং দুটো আট্‌কে দিয়ে, যেমন টেনে ধরেছে, বৃষটা ঝোঁক্‌ সামলাতে না পেরে সম্মুখের পা দুটো দুম্‌ড়ে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেল। ফাঁসদড়ীটার অপর দিকটা বেড়ার খোটায় বেঁধে দিলে। ঐ দেখ, কাল বৃষটার শিং ফাঁস দিয়ে আট্‌কে, খোটায় বেঁধে রাখ্‌লে।

ষাঁড়ের সঙ্গে যুদ্ধ

ফাঁস খুলে ফেল্‌বার জন্য, মাথা নীচু করে কেমন জোরে টানা টানি কর্‌ছে দেখ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব বৃষগুলা বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হল। যুবক কেমন তাদের মাঝখানে, হাততালি দিতে দিতে, নেচে নেচে বেড়াচ্ছে দেখ! কেমন ষাঁড়ে মানুষে লড়াই! তা আবার একটা ষাঁড়ের সঙ্গে নয়! বিশ-পঁচিশটা ষাঁড়ের সঙ্গে যুদ্ধ! ব্যাপারটা কি সহজ নাকি!

যে গোপের বৃষ, সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হবে, সে ব্যক্তিকে রাজা পুরস্কার দিবেন। সে, রাজার গো-পাল রক্ষকের পদ পাবে। সে পদ বড় সম্মানের।

সোনার দেশের ছেলে মেয়েরা, এই খেলা দেখে ভারি খুসি! বৃষগুলা যত টানাটানি করে, ছেলেরা তত হাততালি দিয়ে নেচে নেচে, হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

কুক্কুট শাবক-যুদ্ধ

'কুক্কুট' কাকে বলে তোম্‌রা জান? মোরগ দেখেছ? অনেকে 'মুর্‌গী' বলে। সে পাখী। ঐ দেখ, সোনার দেশের অনেকে 'মোরগ' নিয়ে এসেছে। কত বড় বড় দেখ্‌ছ? মাথায় কেমন লাল চামড়ার ঝালর, আবার দুই কানের ধারে কেমন সুন্দর ঝালর! গলা ও লেজের পালকগুলা কেমন সুন্দর, কেমন চিক্ চিক্ কচ্ছে দেখ্‌ছ? মোরগের গায়ে খুব জোব আছে, মোরগ বড় বদ্‌রাগী। দুটো মোরগে যখন লড়াই করে, তথন একটা না মর্‌লে, আর তাদের লড়াই থামে না। তোমরা মোরগের লড়াই দেখ্‌বে ত এস।

ঐ দেখ, দুজন লোক তাদের দুটো কুক্কুট নিয়ে মুখোমুখী হয়ে বসেছে। ঐ দেখ, মোরগ দুটাকে মুখোমুখী করে ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। দেখ! দেখ! মোরগ দুটো পরস্পর

কেমন ঘাড় নাড়্ছে। খুব কাছাকাছি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় নাড়ার বাহার দেখ? যেন তুজনে, বীরত্বের কথা কি বলাবলি কর্‌ছে। ঐ দেখ, তুটাই পেছনে হটে গেল। দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেমন ঘাড় নাড়্ছে, দেখ্‌ছ? আবার ছুটে এসে কাছাকাছি হল। বাঃ! তুটো ডিগ্‌বাজী খেয়ে, উচুতে উঠে আবার মাটিতে মুখোমুখীকরে দাঁড়াল। পাখামেলে 'কোঁক্ কোঁক্' করে ডেকে, ঝাপ্‌টা ঝাপ্‌টি আরম্ভ করে দিলে। বাঃ! ঐ দেখ এর বুকে ও, ওর বুকে এ, পা তুলে দিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌ল, ঐ পেছিয়ে গেল। আবার 'কোঁক্ কোঁক্ কোঁ' করে আঁচ্‌ড়া আঁচ্‌ড়ি আরম্ভ করেছে। ঐ কাল মোরগ্‌টা বুঝি হেরে গেল। লাল্‌টা তার বুকে দাঁড়িয়ে 'কোঁক্ কোঁক্' কর্‌ছে। ঐ উঠেছে, আবার মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াল। পার্‌লে না, পার্‌লে না, কালটার বুকে নখ ফুটিয়ে দিয়ে, লাল্‌টা ঘাড় নেড়ে নেড়ে বাহাতুরী কর্‌ছে। ঐ আর এক জোড়া মোরগ ছেড়েছে। চল আমরা ঐ দিকে গিয়ে, পুতুল নাচ দেখে আসি।

পুতুল-নাচ

তোমরা পুতুলের নাচ দেখেছ? পুতুলের রাজা দেখেছ? আচ্ছা বল দেখি, কি করে পুতুল নাচায় আর কারাই বা নাচায়? পুতুলের হাত, পা, নাক, মুখ, কাণ, চোখ সব আছে, নয়? পুতুলকে কাপড় পরিয়ে দেয়, গয়না গায়ে দিয়ে দেয়। তারা আবার হাত নাড়ে, পা নাড়ে, মাথা নেড়ে নেড়ে 'পিক্ পিক্' করে কথা বলে। পুতুলের বাগ, ভালুক, কুমীর, সাপ, সব আছে, কেমন?

ছুতারেরা কাঠের পুতল গড়ে, রং দেয়, কাপড় পরায়। তোমরা কি জান, পুতুলের হাত, পা, মাথা সব খিলেন করা? হাতে, পায়ে, মাথায় সরু সরু তার বাঁধা থাকে, সেই তার ধরে, সোনার দেশের পটুয়ারা পুতুল নাচায়। যখন পুতুল নাচে, তখন এমনি হাত, পা নাড়ে যে, দেখ্‌লে মনে হবে যেন জীবন্ত পুতুল নাচ্‌ছে।

সোনার দেশের লোকের বড় কৌতুকপ্রিয়। তা'রা নানান্ রকমের পুতুল নাচায়। দর্শকগণ, তাদের দেশের পুতুল নাচ দেখে অবাক্ হয়ে যায়। তোমরা মল্লযুদ্ধের কথা শুনেছ। তারপর সিংহ মানুষে যুদ্ধের কথাও শুনেছ। মনে আছে ? দেখ, সেই মল্লযুদ্ধ, সেই সিংহে মানবে যুদ্ধ, দেশের সকল লোকে ত আর দেখ্তে পায় নাই ? নগর হতে যারা অনেক দূরে বাস করে, সেই সব দূর-পল্লীর খোকা খুকীকে নিয়ে ত আর তাদের মা, দিদি সহরে যেতে পারেন নি। তাদিকে দেখাবার জন্য সোনার দেশে বেশ বন্দোবস্ত আছে। আর দেখ, সহর হতে খুব দূরে কোন একটা ঘটনা হলে, সে ঘটনার সমস্ত ব্যাপার, সহরের লোক জনকে দেখাবারও উপায় আছে।

সূত্রধরকে চলিত কথায় ছুতোর বলে। তারা ঠাকুর গড়ে, পুতুল গড়ে, পট আঁকে। অনেক সময় যারা কেবল পট আঁকে, তাদিগকে লোকে "পোটো" বলে থাকে। ছুতারেরা, কাটের পুতুল গড়ে, তারা'ই আবার পুতুল নাচায়। দেখ, এই যে সেদিন মল্লযুদ্ধ হয়ে গেল, ছুতারেরা, অমনি ঠিক সেই রকম মল্ল গড়ে, সেই রকম রং ফলিয়ে, সেই রকম কাপড় পরিয়ে, পুতুলের রাজ-সভায় সেই রকম পুতুলের মল্লযুদ্ধ দেখাবার উপায় করেছে। ঐ রকমে, সিংহ মানুষে যুদ্ধের অভিনয়টাও পোটোরা পুতুল নাচে দেখাতে পারে।

পাড়াগাঁয়ে যারা মল্লযুদ্ধ দেখেনি, সিংহের লড়াই দেখেনি, সেখানে গিয়ে তারা রাত্রে কাপড়ের ঘর করে, পুতুলের রাজ-

সভায়, নগরের যত ব্যাপার হয়ে ছিল সব দেখিয়ে দেয়। দেশের লোকও দেখে শিখ্‌তে পারে।

আবার পাড়াগাঁয়ের ছুতারেরা নগরের দলের পুতুল নাচ দেখে, ঐ রবমের পুতুল, সিংহ তৈরি করে, গাঁয়ে গাঁয়ে নাচিয়ে বেড়ায়। পাড়াগাঁয়ের যে সব ঘটনা অবলম্বনে, পাড়াগাঁয়ের ছুতারেরা পুতুল তৈরি করে নাচায়, সেটা আবার নগরের ছুতারেরা শিখে, নগরে গিয়ে নাচায়। এতে হয় কি বল্‌তে পার? সহরের ভাব পাড়াগাঁয়ে, পাড়াগাঁয়ের ভাব সহরে ছড়িয়ে পড়ে। আর এর সঙ্গে সঙ্গে কোন্ ছুতারের পুতুল ভাল, এইটা দেখাবার জন্য, পটুয়াদের মধ্যে ভাল ভাল পুতুল গড়ার ধূম পড়ে যায়। এতে হয় কি? না—দেশের শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

পুতুল নাচের মধ্যে ছেলেমেয়েদের নীতি-শিক্ষাও হয়। দেখ, কেউ চুরী করে, রাজার বিচারে জেল খাট্‌ছে। সেই চুরী করা থেকে আরম্ভ করে, চোর বলে ধরা পড়া, রাজার কাছে চোরের বিচার, তারপর তাহার জেলের হুকুম, আর সেই চোরকে কেমন শাস্তি ভোগ কর্‌তে হয়—এসব পর পর পুতুল নাচে দেখান হয়। তোমরা বলদেখি, এরকম পুতুল নাচ দেখে কি তোমাদের মনে হবে না যে, চুরি করা মহা দোষ? তার পর যে সৎ কাজ করে, রাজা ও দেশের লোক তাকে কেমন ভালবাসে, সকলে তাকে কেমন মান্য করে, সেটাও পুতুল নাচে দেখান হয়। তাই বল্‌ছি, সোনার দেশের আমোদ আহ্লাদের মধ্যেও সৎ শিক্ষা আছে।

ঐ দেখ পুতুল নাচ হচ্ছে। ঢোলক বাজ্‌ছে। পিঁক পিঁক করে পুতুলের কথা মানুষে বল্‌ছে। ঐ দেখ একটা পুতুল জলের ধারে বসে মাছ ধর্‌ছে, ঐ একটা কুমীর এসে তার পা ধরে টেনে নিয়ে গেল। বেচারা বাঁচ্‌বার জন্য কতই না চেষ্টা কর্‌ছে। ঐ যা! ডুবিয়ে নিয়ে গেল।

ঐ দেখ, একটি খোকাকে সাপে কামড়েছে, সে মরে পড়ে আছে। তার মা ছাড়া, তার কাছে আর কেউ নাই। তারা ভারি গরিব। এক কড়া কড়িও তার মায়ের হাতে নাই। তার মা একজনের বাড়ীতে চাকরাণীর কাজ করে খায়। তার মায়ের ঐ একটি ছেলে। সে মরে পড়ে আছে। মা বুকচাপ্‌ড়ে, মাথা খুঁড়ে, কেঁদে আকুল হয়েছেন। যাঁর বাড়ীতে তারা ছিল, সেই বুড়ো বেরিয়ে এসে বল্‌ছে, 'মরা ছেলে নিয়ে শ্মশানে যাও, সেখানে পুড়িয়ে এস।' তাঁর আর কেউ নাই যে, তাঁর কোল থেকে, মরা ছেলেটা নিয়ে পুড়িয়ে আসে। যার বাড়ীতে তারা ছিল, তারা মরা ছেলে ফেলে রাখ্‌তে দিচ্ছে না। কি করেন, অর মা মরা ছেলে বুকে করে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে শ্মশানে যাচ্ছেন। মায়ের বুক ফেটে যাচ্ছে। ঐ দেখ, অতি কষ্টে শ্মশানে গিয়ে, আছ্‌ড়ে পড়ে ছেলে বুকে করে কাঁদ্‌ছেন। শ্মশান জিম্মা যার, সে একজন চাঁড়াল। সে বল্‌লে, 'কড়ি দে—তবে কাঠ দোবো, পোড়াতে দোবো'। হায়! হায়! এক কড়াও যে তাঁর কাছে নাই। ছেলের শোকে তিনি কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে পড়েছেন। তার উপর চাঁড়ালের কড়ির তাগাদা। মায়ের প্রাণ, বুক

ফেটে বেরোবার মত হল। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তিনি মূর্চ্ছা গেলেন।

দেখ্‌লে খোকা! দেখ্‌লে খুকী! ছেলের জন্য মার প্রাণ কেমন করে! তোমরা মাকে প্রণাম কর। মাকে পূজা কর। মা ও বাবা সাক্ষাৎ দেবতা। একথা সোনার দেশের ছেলে মেয়েরা খুব জানে। তোমরা কি তাদের মত হবে না? এস ঐ দিকে গিয়ে ভোজবাজী দেখে আসি।

ভোজবাজী

এক আছে সোনার দেশ। সে দেশের খোকা খুকীরা তাদের দেশকে বড় ভালবাসে। তাদের দেশের কথা শুন্‌তে তারা খুব ভালবাসে। তাদের দেশের সকল জিনিস, তাদের চোখে সুন্দর দেখায়। তোমরা কি তাদের মত তোমাদের দেশকে ভালবাস? নিশ্চয় ভালবাস।

এখন বল দেখি, তোমরা কি কখন ভোজবাজী দেখেছ? হয়ত দেখেছ, কিন্তু মনে নাই! এখন সোনার দেশের ভোজ-বাজীর কথা শোন। ভোজবাজীকে অনেকে 'ভেল্কী' বলে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ 'ম্যাজিক' বল। ভাল কথায় ভোজ-বাজীর নাম 'ইন্দ্রজাল' বিদ্যা। সে কালে, সোনার দেশে "কুচুমার" নামে একজন লোক ছিল। সেই লোকটি ভেল্কী-বাজীর মত, এক রকম কৌশল আবিষ্কার করে ছিল। যাই হোক্

সেই কৌশল দ্বারা অনেক রকম কৌতুক দেখান, প্রথমে সোনার দেশে চলিত হয়। কুচুমার, সেই কৌশলের আবিষ্কার করে ছিল বলে, তার নামেই ঐ প্রকার কৌশলের নাম 'কুচুমার-যোগ' রাখা হয়। সে কত দিনের কথা, তা কেউ বল্‌তে পার্‌বে না। তারপরে, ভোজ নামে কোন রাজা, ঐ কুচুমার-যোগ ও ইন্দ্রজাল নামক বিদ্যার কৌশল একত্র করে যে নূতন কৌশলের আবিষ্কার করেন, তাহার নাম হয় "ভোজ-বিদ্যা"। সেই ভোজ-বিদ্যাকেই, চলিত কথায় "ভোজ-বাজী" বলে। সোনার দেশের বিদ্যালয়ে, ভোজ-বিদ্যাও শেখান হয়। এই ভোজ-বাজী বা কুচুমার-যোগ কেবল হাতের কৌশল। কিন্তু এই ভোজবাজীর বাজীকরেরা, এমন কৌশলে আশ্চর্য্য বাজী দেখায় যে, তা দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়।

এখন কুচুমার বাজীর কথা শোন। ঐ দেখ্‌ছ একজন কুচুমার বাজীকর, কেমন সাজ গোজ করে বসে আছে। আর কত লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজন ঢোল বাজাচ্ছে, আর একজন একটা বাঁশী বাজাচ্ছে। যে লোকটা বাজী দেখাবে, ঐ দেখ, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, চারিদিকে ঘুরে ফিরে কি দেখাচ্ছে। ঐ দেখ, দুহাত নেড়ে দেখালে, তার হাতে কিছু নাই। ঐ দেখ, হাত তুলে বল্‌ছে,—আয়, আয়। হাতের মুঠো খুলে দেখালে, তার হাতে একটা রংকরা কাঠের বল রয়েছে। সে বল্‌টা মাটিতে রেখে, আবার হাত মুঠো কর্‌লে। ঐ মুঠো খুলেছে—চেয়ে দেখ। আর একটা ঐ রকমের বল

রয়েছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঐ রকম করে, একঝুড়ি কত রকমের রং বেরঙ্গের বল বা'র কর্‌লে। কেমন আশ্চর্য্য নয় কি? তুমি পার? কখনই না! তারপর বলগুলি গুণে দেখে বল্‌লে, তার একটা বল কে লুকিয়ে রেখেছে। সে ব্যক্তি, তখন দর্শকগণের মধ্যে খুঁজে বেড়াতে আরম্ভ করলে। না বল নাই। কোথায় গেল। খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। সেইখানে একটি খোকা দাঁড়িয়ে ছিল, বাজীকর বল্‌লে, "এই ছেলেটি তার একটি বল খেয়ে ফেলেছে!" খোকা কিন্তু বাজীকরের কথা শুনে অবাক্ হয়েগেল। খোকা বল্‌লে—আমি খাইনি, বাজীকর বল্‌লে—হাঁ ঠিক্ খেয়েছ। খোকা বল্‌লে—না কখনই খাই নি। বাজীকর দূরে দাঁড়াইয়া বলিল—হাঁ কর। খোকা হাঁ করিল, বাজীকর বল্‌লে—হাঁ করিয়া মুখটি নীচু কর। খোকা তাহা করিবামাত্র, মুখের ভিতর হতে, একটা লাল রংঙ্গের কাঠের বল, ঠক্ করে মাটিতে পড়ে গেল। খোকা অবাক্ হয়ে বাজীকরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আর সকলে হেসে উঠল। খোকা কি তার বলটি, যথার্থই খেয়ে ছিল? তা নয়, ঐ রকম কৌশলে যাহা দেখান হয়, তারই নাম ভোজবাজী।

ঐ দেখ! বাজীকর নানা বর্ণের একটি সূতার তাল, মুখে ফেলে দিয়ে গিলে ফেল্‌লে। তারপর হাঁ করে সকলকে মুখের ভিতরটা দেখালে। তার মুখে সূতার তালটা নাই। তার পর বাজনার তালে তালে, নেচে নেচে বেড়াতে বেড়াতে, দৌড়ে গিয়ে একটি লোকের কাণের ভিতরে আঙ্গুল দিয়ে, একটু লাল সূতার

ভোজবাজী

খি বার করে, হাস্‌তে হাস্‌তে দৌড়াতে আরম্ভ কর্‌লে। আর ঐ লোকটার কাণের ভিতর হতে, রং বেরং সূতা বেরিয়ে যেতে লাগ্‌লো। তার পর যে সূতার তালটা বাজীকর খেয়েফেলে-ছিল, এইটাই সেই সূতা বলে সকলকে দেখিয়ে বেড়াল। বল দেখি, এ বাজী কি মন্দ ? আর একদিন আরও ভাল বাজীর গল্প বল্‌ব। এখন চল, সোনার দেশের মেয়েরা কেমন কন্দুক খেলা খেল্‌ছে দেখে আসি।

———

কন্দুক ক্রীড়া

খোকা! তোমরা সেদিন ব্যাটবল নিয়ে 'ক্রিকেট্' খেল্‌ছিলে নয়? তোমাদের খেলা আমি সেদিন দেখেছি। যে রবারের বল্‌টা তুমি অনেকবার হাতে করেছিলে ঐ রকমের লাল, নীল, সবুজ, বেগুনে রংঙের ছোট বড় মাঝারি, নিরেট ও ফাঁপা বল্ দেখেছ, নিশ্চয় দেখেছ। খুকী, তুমি কি ঐ রকমের বল দেখেছ? তুমি সেদিন, ঐ ছাদের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কি খেলা দেখ্‌ছিলে। মেমেরা 'টেনিস্' খেল্‌ছিল, নয়?

এখন শোন—তোমরা যাকে 'বল্' বল, সোনার দেশের লোকে তাকেই "কন্দুক" বলে। তবে সে দেশের কন্দুক, কাঠের ও রবারের দুই রকমেরি হত। কন্দুকের উপর নানান বর্ণের চিত্র বিচিত্র করা থাক্‌ত। সোনার দেশের মেয়েরাই কন্দুক খেলা খেল্‌ত। তারা তোমাদের মত ব্যাট নিয়ে খেল্‌ত না।

তারা দশ বারটা ছোট ছোট কন্দুক নিয়ে, একে একে ঊর্দ্ধে ছুড়ে দেয় আর দু হাতে করে একাধিক্রমে সব কন্দুক গুলোকেই ধরে ধরে উপরে ছুড়ে দিতে থাকে। আর সেই সঙ্গে ঘুরে ঘুরে হেলে দুলে বেড়ায়। ভুলেও একটা কন্দুক নীচে পড়্‌ত না ! কন্দুক খেলা শেষ হবার সময়, এক এক করে সব কন্দুকগুলি হাতে হাতে ধরে নিত। একটি যদি মাটিতে পড়ে গেল, তবেই তার খেলাতে হার হল। এই হল এক রকমের কন্দুক খেলা। আর এক রকম কন্দুক খেলা মেয়েরা খেল্‌ত। প্রথমে যে খেলার কথা বলেছি, তার কন্দুক গুলো ছোট ছোট। এবার যে খেলার কথা বল্‌ছি সে খেলার কন্দুক কিছু বড়। এ বড় কন্দুকেও নানান বর্ণের চিত্র করা থাকে। ঐ দেখ খুকী, একটি বড় মেয়ে দু হাতে দুটো কন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঐ তার হাতের একটা কন্দুক, মাটির উপর জোরে ফেলে দিতেই, কন্দুকটি লাফিয়ে ঊর্দ্ধে উঠ্‌ল। অম্‌নি আর একটি কন্দুক, ঐ রকম করে জোরে মাটিতে ফেল্‌বামাত্র পূর্ব্বেকার কন্দুকটির মত লাফিয়ে উঠ্‌ল। মেয়েটি দুটি হাতের তেলো দিয়ে, কন্দুক দুইটির উপর ঘা দিয়ে, আবার জোরে মাটিতে ফেলে দিল। কন্দুক দুটো আবার লাফিয়ে উঠ্‌ল। ঐ দেখ ঘুরে ঘুরে, হেলে দুলে, দৌড়ে দৌড়ে, দুই হাতে দুটা কন্দুক বারবার আঘাত করে, কেমন খেলা করে বেড়াচ্ছে। একটি বারও কন্দুক দুইটির মধ্যে, একটিও মেয়েটির হাতের ধাক্কা হতে অব্যাহতি পেলে না। এ খেলা মন্দ নয়। সোনার দেশের খুকীরা, ছেলে বেলা থেকে, কন্দুক ক্রীড়া করতে শিখ্‌ত।

কন্দুক ক্রীড়া

সোনার দেশের মেয়েরা, কন্দুক খেলা না শিখলে তার নিন্দা হত।

সোনার দেশের মেয়েদের বিবাহের পর, তাদের বাপ মা মেয়ের ঝাপির মধ্যে, চিরুণী, আরসী প্রভৃতির সঙ্গে নানান্ রঙ্গের অনেকগুলি কন্দুক দিতেন। ঝাপির মধ্যে ছোট বড় দু'রকম কন্দুক থাক্‌ত।

খোকা খুকী এখন বল দেখি, ঐ যে মেয়েটি কন্দুক নিয়ে খেলা দেখালে, সে কন্দুক দুটি তোমাদের রবারের বলের মত, মাটিতে পড়ে লাফিয়ে উঠেছিল কি না? হাঁ, লাফিয়ে উঠেছিল। তোমাদের বলগুলি রবারের নয়? রবার একরকম গাছের আটা তা ত জান? সেই রবারের গাছ, তোমাদের দেশেই জন্মায়। সোনার দেশের লোকে, ঐ রবারের গাছকে 'বংশীবট' বলে থাকে। ঐ বংশীবটের আটাই 'রবার'। সোনার দেশের শিল্পীরা, ঐ বংশীবটের আটায় কন্দুক গড়িতে পারিত। সেই কন্দুক, মাটিতে ফেলিলেই লাফাইয়া উঠে। বংশীবটের পাতায় বেশ বাঁশী হয়। বংশীবটের বন, সোনার দেশে বিস্তর আছে।

শুন্‌লে খোকাখুকী, সোনার দেশের মেয়েরা, কেমন রবারের ছোট, বড়, বল্ নিয়ে খেলা কর্‌ত। খুকী ভারি খুসী হয়েছে। কেন না, সোনার দেশের খুকীরা কন্দুক খেলা খেল্‌ত। খুকী মনে করেছে, সোনার দেশের ছেলেরা ও যুবকেরা, বুঝি কোন রকমের বল্ খেল্‌ত না। তা নয় খুকী, পুরুষ মানুষেও বল্ খেল্‌ত। এস, ছেলেদের বল্ খেলা দেখিগে।

বাঁটা ক্রীড়া

পুরুষ্য মানুষের কন্দুক গুলো খুব বড়। খোকা তুমি ফুটবল খেল ? হাঁ খেলিবে বই কি। 'ফুটবল' তা হলে দেখেছ ? সেটা মেয়েদের কন্দুকের চেয়ে বড় নয় কি ? হাঁ খুব বড়। আচ্ছা খোকা, 'রাগ্‌বী' খেলা দেখেছ ? তাদের খেলার বল্‌টা একটা ঝুনো নারিকেলের মত, নয় ? ফুটবল্‌ আর রাগ্‌বী খেলা, একরকম নয়, তাত জান ? রাগ্‌বী খেলায়, বড় হুটোপাটী আর এক জায়গায় জড়াজড়ি হয়।

দেখ খোকা, দেখ খুকী সোনার দেশে, তোমাদের ফুটবল ও রাগ্‌বা খেলায় মিশান এক রকম খেলার খুব চলন ছিল। যুবকেরা, দুইদলে ভাগ হয়ে, সেই খেলা খেল্‌ত। সোনার দেশে, সেই খেলার বড় আদর। সে দেশের লোকে ঐ রকমের খেলাকে "বাঁটা ক্রীড়া" বলে। ঐ দেখ ! সোনার দেশের ছেলেরা

মালকোচা করে কাপড় পরে, ঐ বড় মাঠের মধ্যে, দুইদলে একটা ফুটবলের মত বড় কন্দুক, যার নাম "বাঁটা" নিয়ে দৌড়াদৌড়ি কর্‌ছে। ঐ দেখ, দুজন মাটিতে পড়ে গেল! ঐ "বাঁটা" বন্‌ বন্‌ করে গড়িয়ে চলেছে। ঐ দেখ, একটা বলবান ছেলে পায়ে করে "বাঁটা"টাকে এমন জোরে ধাক্কা মার্‌লে যে, "বাঁটা" টা বোঁ করে দৌড়ে চলেছে। দুই দলের সকলেই 'বাঁটা'র পিছু পিছু ছুটে চলেছে। ঐ দেখ, বাঁটাটার উপর, কয়েক জনে পড়ে নিজেদের বুকের তলায় নেবার জন্য হুটোপাটী কর্‌ছে। পার্‌লে না। ঐ ফাঁক দিয়ে বাঁটাটা বেরিয়ে পড়্‌বামাত্র ঐ দেখ, কে পায়ে করে এমন ঘা দিলে যে বাঁটাটা ছিট্‌কে গিয়ে ঐ ঘাসের মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল। দুই দলেই দৌড়ে গিয়ে, বাঁটাটা খুঁজ্‌তে আরম্ভ করেছে। ও বাবা! ঐ ঘাসের মধ্যে একটা শুষ্ক কূপ। পড়ত পড় বাঁটাটা কূপের মধ্যেই পড়্‌ল। হায়! হায়! এখন খেলা শেষ হয় নি। এখনও হার জিৎ হয়নি! এমন সুখের সময়, নিদারুণ বাধা পড়ে গেল! ছেলেরা পাতকুয়োর চারিধারে, গালে হাত দিয়ে ঘিরে বস্‌ল। সকলেই ভাব্‌ছে, বাঁটাটা তোল্‌বার উপায় কি? এমন সময় এক জন প্রৌঢ়, সেই স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। ছেলেরা তাঁকে দেখ্‌তে পেয়ে, ধরে নিয়ে শুষ্ক তৃণপূর্ণ কূপের কাছে নিয়ে গেল, তাদের বাঁটাটি তুলে দেবার জন্য, ভারি জেদাজেদি কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। প্রৌঢ় ছেলে-দের আব্‌দার দেখে, ভারি খুসী হলেন। পরে ভারি আশ্চর্য্য উপায়ে বাঁটাটি কূপ হইতে তুলে দিয়ে চলে গেলেন। আমার গল্পটি ফুরাল। খোকা খুকী ঘুমুলো। আজ আর নয়। আর এক-

দিন এসে, সোনার দেশের অনেক গল্প বলে যাব। তোমরা সোনার দেশের গল্প মনে রেখ। সোনার দেশের খোকা খুকীর কথা মনে কর। এবার এসে তাদের সঙ্গে তোমাদের বন্ধু পাতিয়ে দিব। এখন আসি।
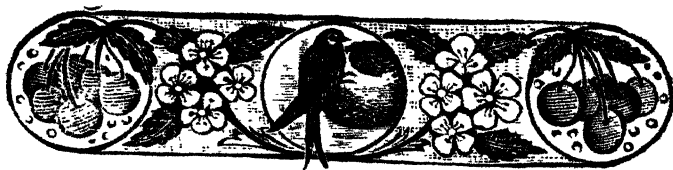
ধরা দেওয়া

শোন খোকা খুকী!

যে দেশের এত কথা তোমাদিগকে এতক্ষণ বল্‌লাম—যে দেশের মিষ্টি কথা, তোমরা মন দিয়ে এতক্ষণ শুন্‌লে—যে দেশের খোকা খুকীর কথা, তোমাদের প্রিয় বলে বোধ হয়েছে—যে দেশের স্বর্গের ছবি, সোনার কালিতে আঁকা আছে—সে দেশ কতদূরে? এই সেই দেশ, যে দেশের মাটি, জল, বাতাসের সঙ্গে, তোমাদের সকল সম্বন্ধ, মাখামাখি হয়ে রয়েছে—এই সেই দেশ—যে দেশের পুরাণ কথা তোমাদিগকে বলেছি—আর তোমরাই, এই সোনার দেশের টুকটুকে সোনার খোকা, খুকী। তোমরাই আমাদের সর্ব্বস্বধন! তোমরাই সোনার দেশের সম্বল। আর তোমাদের রাঙ্গা পায়ের তলায়, তোমাদেরই—

সোনার দেশ।